প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংবাদ
(Alumni)

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম

স্থাপিত : ২০১০

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : S/2L/8463

৩৯, ওলাইচণ্ডীতলা চতুর্থ লেন, নিমতা, কলকাতা-৭০০০৪৯

Email : beandmake2012@gmail.com

প্রণাম মহারাজ

শুভেচ্ছাবার্তা

RAMAKRISHNA MISSION CALCUTTA STUDENTS' HOME
(A Branch Centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah, West Bengal-711202)
Belgharia, Kolkata-700 056, West Bengal, India
Tel : 033 2541 1564
E-mail : rkmbelgharia@gmail.com, belgharia@rkmm.org Website : www.rkmstudentshome.org

তাং - ০৮/০৭/২০২৪

আশীর্বাণী

বেদে ধ্বনিত হয়েছে সেই অমোঘ বাণী **"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং ন ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি? যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"** ---- যেমন একটি মাটির ঢেলা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে আমরা বিশ্বের সমস্ত মাটির বিষয় জানতে পারি, তেমনি কি সেই বস্তু, যা জানলে আমরা অন্য সবই জানতে পারি?

এই তত্ত্বই সমগ্র মানবজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এই একত্ব উপলব্ধির দিকেই আমরা সকলে ধাবমান। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক এই একত্বের শক্তিই পিছনে থেকে মানুষকে নিঃস্বার্থ হবার প্রেরণা দিয়ে চলেছে।

"Nimta Be and Make Students Home" প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ কাল ধরে নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে সেই একত্বের বার্তা বহন করে চলেছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি তার তৃতীয় পুনর্মিলন অনুষ্ঠান উৎযাপন করতে চলেছে জেনে সুখী হলাম। আরও জেনে আনন্দিত হলাম যে এই উপলক্ষ্যে **"প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংবাদ"** প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রী মা ও স্বামিজীর আশিষ সর্বদা এই প্রতিষ্ঠানটির উপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা।

স্বামী একব্রতানন্দ

(স্বামী একব্রতানন্দ)

Secretary
RAMAKRISHNA MISSION
CALCUTTA STUDENTS' HOME
BELGHARIA, KOLKATA-700056
PH.: 033 2541 1564

শুভেচ্ছাবার্তা

Index No. : BI-200

H.S. Code No. : 103097
UDISE : 19114302309

Udaypur Haradayal Nag Adarsha Vidyalaya

(A Govt. Sponsored Higher Secondary School)

UDAYPUR, NIMTA, KOLKATA-700049 • Phone : 3531-6103
E-mail : uhnav@rediffmail.com • Website : www.uhnav.org

Ref. No. .... *Date* ....

সাফল্যের স্বপ্ন সবাই দেখে, আকর্ষিত হয় তার চকচকে পিঠে। কিন্তু অজস্র ব্যর্থতা অগণিত বাঁধা-বিপত্তির ভেতর কেমন করে গড়ে ওঠে একজন সফল-সতেজ প্রাণ, তা নিয়ে চিন্তার সরব স্রোত কতটুকু থাকে আমাদের? সফল হওয়ার পর আনন্দের আমেজে ভেসে থাকা সহজ, ওঠা-পড়ার দুর্দিনে সহৃদয়-সামাজিকের মতো ভালোবাসা-ভরসার সেতু হয়ে অভিযাত্রীদের হাত ধরে থাকা সহজ না। অন্ধকার কোণ থেকে কোনিরা আলোকজ্জ্বল গৌরব তখনই হয়ে উঠতে পারে যদি ক্ষিতীশ সিংহের স্বেচ্ছা দরদের অথৈ স্পর্শ তারা ভরপুর পায়। সূর্যের মতো ঝলমলে হতে চাইলে তার মতো নিরন্তর পুড়তেও হয় যে! এই খয়া-খর্বুটে দিনে মানবের প্রতি সচেতন দায়বদ্ধতা থেকে সে কঠিন শ্রম নিরন্তর করে চলেছে বেলঘরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান "Nimta Be and Make Students Home"। আগে নিজে হও, তারপর গড়ে-পিটে নাও বিবেকানন্দের এই আদর্শ সমাজের স্বপ্নকে সফল করবার যে তাগিদ তাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের সেই স্বার্থহীন কর্মযজ্ঞকে প্রেমের অবিরত কুর্নিশ।

তাং - ০৮.০৭.২০২৪

শ্রী সৌমেন পাল
প্রধান শিক্ষক
উদয়পুর হরদয়াল নাগ আদর্শ বিদ্যালয়

E-mail : jatindasvidyamandir@gmail.com
Mob : 9903221802

BELGHARIA JATINDAS VIDYAMANDIR (H.S.)

Bengali & Co- Educational English Medium
Jatindas Nagar, Belgharia, Kolkata - 700 056
Udise Code : 19114003405 • Index No. : B1- 033 • H.S.Code : 103061

২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত "Nimta Be and Make Students Home" দেখতে দেখতে ১৪ বছর অতিক্রম করে ১৫য় পদাপর্ণ করছে। বেলঘরিয়া যতীনদাস বিদ্যামন্দির পরিবারের পক্ষ থেকে সংস্থার শুভ জন্মদিনে রইল হার্দিক অভিনন্দন। প্রকৃত গরিব ও মেধাবী ছাত্রের অনুসন্ধান করে তাদের বিনামূল্যে আশ্রয় ও শিক্ষাদান করে ছাত্রদের মেধার উৎকর্ষ সাধনে এই সংস্থা নিঃস্বার্থভাবে নিরন্তর এই মহতী কর্ম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে "Nimta Be and Make Students Home" বহু সুযোগ্য নাগরিক তৈরি করে সমাজকে উপহার দিয়ে চলেছে। সংস্থার এই মহতী কর্মযজ্ঞে বেলঘরিয়া যতীনদাস বিদ্যামন্দির পরিবার সম্পৃক্ত থাকতে পেরে গর্বিত। ভবিষ্যতে আরও বহু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশে "Nimta Be and Make Students Home"-এর সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে—এই কামনা করি। বেলঘরিয়া যতীনদাস বিদ্যামন্দির পরিবার সংস্থার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছে।

তারিখ - ০৮/০৭/২০২৪

HEADMASTER
BELGHARIA JATINDAS VIDYAMANDIR
BELGHARIA, KOLKATA-56

আমাদের কথা

২০১০ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর অফিসে বসে 'একদিন' পত্রিকার একটা খবরে নজর আটকে যায় ভদ্রমহিলার। অনুপ নাথ নামের একটি খুবই গরীব অথচ মেধাবী ছেলে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করেও অর্থাভাবে তার পছন্দের বিষয় ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে না। তাই কোনো মানুষ বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যপ্রার্থী। খবরটা দেখে ছোটবেলা থেকে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তীব্র লড়াই করে বেড়ে ওঠা রিনা ভৌমিকের ভেতরটা কেঁদে ওঠে, আকুপাকু করে ওঠে মনটা ছেলেটার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। বাড়িতে এসে কথাটা স্বামী শুভেন ভৌমিককে জানান। ছেলেটির পড়াশুনায় সাহায্যের জন্য মনস্থির করেন এই দম্পতি। ছেলেটির সাথে যোগাযোগ করে তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন। সেই সময় বেলঘরিয়ার একটি চ্যারিটেবল আবাসিক হোম 'বিবেক উদয়' এর সক্রিয় সদস্য ছিল শুভেন। কিন্তু মেধাভিত্তিক নির্বাচনে 'বিবেক উদয়' এ স্থান পায় না অনুপ (মাত্র তিনজন ছাত্রকে রাখা হয় প্রতি বছর)। আরো পরিচিত দু'এক জায়গায় চেষ্টা করেও কোনো সুরাহা হয় না। ছেলেটিকে আশা দিয়ে নিয়ে এসেছে, আর তো ফেরানো যায় না! আগুপিছু চিন্তা না করেই তখন স্বামী-স্ত্রী সিদ্ধান্ত নেয় নিজেরাই একটা আবাসিক হোম এর সূচনা করার। যেমন ভাবা তেমন কাজ। খুব কাছের বন্ধু-বান্ধবী, শুভানুধ্যায়ীদের অকপট সমর্থন ও মিলিত উদ্যোগে এবং প্রাণপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী নিত্যসত্যানন্দজী (বিশ্বরূপ মহারাজ) মহারাজের অনুপ্রেরণায় শুরু হয় নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর। কিন্তু হোম কোথায়? ছেলেরা থাকবে কোথায়? মুশকিল আসান হয় ছাত্র রাকেশ ব্যানার্জীর সহায়তায়। বেলঘরিয়া, নন্দননগরে একটা দুই কামরার বাড়িতে থাকেন রাকেশের বাবা-মা। সব শুনে রাজি হয়ে যান চাকরিসূত্রে অন্যত্র থাকা একমাত্র সন্তান রাকেশের বাবা, মা। একদিনের মধ্যে একটা ঘর ফাঁকা করে, নিজেদের হাতে রঙ করে ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ দম্পতি রাকেশের মা ও বাবা। ১৪ জুলাই ২০১০, বুধবার, ছয়জন ছাত্র নিয়ে অস্থায়ী আবাসে শুরু হয় নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর পথচলা।

প্রাথমিকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর স্নাতক স্তরে পড়ুয়া ছাত্রদের এখানে থেকে পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। ২০২১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পথ চলা শুরু করে মেয়েদের আবাসিক হোম। মেয়েদের ক্ষেত্রে অষ্টম ও একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হয়।

প্রথম বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে ৬ জন ছাত্রকে ভর্তি নেওয়া হয় আবাসিক হোমে। পরের বছর মানে ২০১১ সালে পাঁচ জন ছাত্রকে নেওয়া হয় কিন্তু বছরের শেষে নির্দিষ্ট কারণে দুইজন ছাত্র (ঝন্টু মান্না ও সৌমেন চৌধুরী) হোম ছেড়ে চলে যায় এবং মাস্টার্স ডিগ্রি পাঠরত একটি ছাত্রকে (নিত্যানন্দ বারিক) হোমে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে ২০১২ সালের শুরুতে ছাত্রাবাসে ছাত্র সংখ্যা মোট ১০ জনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু খুবই হতাশাজনক কিছু ঘটনার কারণে হোমের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। ফলে ২০১২ সালে আমরা কোন ছাত্র ভর্তি নিতে পারিনি। সেই সময়ে শ্রদ্ধেয় বিশ্বরূপ মহারাজের ব্যক্তিগত আর্থিক আনুকুল্যে তৎকালীন ছেলেদের খাওয়া-পরা কোনোরকমে চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। তারপর থেকে বিশেষ ভাবনা চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বছর একাদশ শ্রেণীতে তিনজন করে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হতে থাকে।

আজ চোদ্দ বছর পূর্ণ হলো নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর। একথা বলতে দ্বিধা নেই, এই দীর্ঘকাল এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে সংগঠন। এরই মধ্যে চালু হয়েছে মেয়েদের জন্য আবাসিক হোম আলাদা বাড়িতে। কখনো তীব্র আর্থিক অনটন, আবাসিক ভাইদের থাকার জায়গার সমস্যা, সামাজিক পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, দুবছর যাবৎ করোনাকালীন সময়ে আবাসিক ভাইদের সুরক্ষা - সব মিলিয়ে এক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সংগঠন তার নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে চলেছে সদস্য, সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীদের অকৃত্রিম সহযোগিতায়। অনেক সমস্যা সামনে এসেছে, শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষজনদের সহায়তায় তা অতিক্রম করেছি অবলীলাক্রমে। অর্থনৈতিকভাবে একেবারেই স্বচ্ছল নয় বি এন্ড মেক পরিবার কিন্তু একথাও ঠিক অর্থের অভাবে কোনো কাজ আটকে যায়নি আজ পর্যন্ত। সংখ্যায় পঞ্চাশোর্ধ মানুষ-মানুষীর আন্তরিক সহযোগিতায় 'নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম' পরিবার একটি সুখী পরিবার।

এখনো পর্যন্ত ৪৬ জন মেধাবী অথচ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্র নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে থেকে পড়াশোনার পর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খুবই দক্ষতার সঙ্গে কর্মরত নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের ছাত্ররা, এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুজন ডাক্তার এবং তিনজন গবেষক। বর্তমানে

ছেলেদের হোমে সাতজন ও মেয়েদের হোমে ছয়জন এবং একজন সিনিয়র মোট চোদ্দজন ছাত্রছাত্রী পাঠরত। আমরা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনেও সমান দৃষ্টিবান। পড়াশোনার পাশাপাশি সঠিক চরিত্র গঠন জীবনে প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি - পরম শ্রদ্ধেয় বিশ্বরূপ মহারাজের এই কথা আমরা মনে প্রাণে মেনে চলি। প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথাও উল্লেখ করা দরকার। নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের অনেক সদস্য-সদস্যা এই সংগঠন পরিচালনার পাশাপাশি আরও বিভিন্নরকম সমাজমুখী দায়বদ্ধতা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমফান, যশ পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত দুর্গতদের জন্য চাল, ডাল, আনাজপাতিসহ নতুন পুরানো পোযাক, ত্রিপল, অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকবার। সম্পূর্ণ লকডাউনের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় প্যাকেটভর্তি শুকনো খাবার (চাল, ডাল, নুন, তেল ইত্যাদি) বিলি করা হয়েছে বা করোনা আক্রান্ত পরিবারের জন্য রান্না করা খাবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছুদিন বা হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লকে বন্যার সময় কমিউনিটি কিচেনে আট শতাধিক মানুষের দৈনন্দিন আহারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আর এই সমস্ত কাজে আবাসিক হোমের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় সহযোগিতা আমরা সব সময়েই পেয়েছি। এ আমাদের এক পরম প্রাপ্তি ! আসলে আমরা বিশ্বাস করি, পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন ও সঠিক মূল্যবোধই মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠার অন্যতম চাবিকাঠি।

একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলে প্রতিবেদনটি বোধ হয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে অন্য একটি সমাজমুখী সংগঠন (অন্তত আমরা তাই জানতাম) আমাদের প্রতিমাসে দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বেশ কিছুদিন তা কার্যকর ও করে চলে। কিন্তু বিনিময়ে তাদের মনে যে এই অভিসন্ধি ছিল তা আমরা কখনো আন্দাজ করতে পারিনি। কোনও একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নজরে আসে যে সেই সংগঠনটি সানডে টাইমস পত্রিকায় নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের কর্মকাণ্ড বিজ্ঞাপিত করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে এবং সেই বিজ্ঞাপনে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শুভেন ভৌমিক কে কেয়ারটেকার হিসেবে দেখানো হয়। চূড়ান্ত হতাশাজনক ও অবমাননাকর ঘটনার পর বি এন্ড মেক এর পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং সেই সংগঠনের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক চ্যুত করা হয়, তাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে রাতারাতি আমাদের সংগঠনের খুবই অর্থনৈতিক দীনতা শুরু হয়। ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিশ্বরূপ মহারাজের গোচরে ছিল। তিনিও চূড়ান্ত হতাশ এবং ক্ষিপ্ত হয়ে যান। পরবর্তীকালে তাঁর আর্থিক সাহায্যে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর ছাত্রদের দৈনন্দিন খরচ খরচা বহন করা সম্ভব হয়।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম চোদ্দ বছর ধরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্রদের লড়াইয়ে সাথ দিয়ে চলেছে। এখানকার বহু ছেলে তীব্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের কাজ খুব সীমিত। মূল লড়াইটা যার সেই করে আমরা পাশ থেকে কখনো লাঠিটা হাতে তুলে দিই, লাঠি হাত থেকে পড়ে গেলে আবার তা হাতে তুলে দিই বা লড়তে গিয়ে আঘাত পেলে তাকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলি। নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর সদস্যরা এই কাজটাই করে চলেছে নিরলসভাবে এবং এই সমস্ত আবাসিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাতটা ধরে রাখায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

চোদ্দ বছরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম পরিচালন কর্তৃপক্ষ আজ অনেক পরিণত। অনেক ঘাত প্রতিঘাত, প্রিয় অপ্রিয় ঘটনা থেকে আমরা যথাযথ শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছি। সকল সদস্য, সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীদের স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্য সহযোগিতা আমাদের একমাত্র চালিকাশক্তি একথা অনস্বীকার্য তবে কারো অবহেলা বা অনুগ্রহ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে এক মুহূর্ত চিন্তা করে না পরিচালকবৃন্দ তা যত দীনতার মধ্যে আমরা থাকিনা কেন। তাইতো আমরা সকলকে বলি, আপনারা আসুন, নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করুন, ভালো লাগলে আমাদের সঙ্গে একাত্ম হন। সকলের ভালোবাসা মাথায় নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আরও সুন্দর নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম গঠনের স্বপ্নে বিভোর হই।

Journey of Nimta Be And Make Students Home

Nimta Be And Make Students Home : Empowering Deserving Students

Founded in 2010, Nimta Be And Make Students Home is a non-profit organization run by passionate young people. Their mission is to provide educational opportunities (for grades 11 & 12) to bright students from underprivileged backgrounds, especially those in remote villages.

Inspired by the teachings of Biswarup Maharaj (Swami Nityasatyananda) and guided by the blessings of Sri Ramakrishna, Mother Sarada Devi, and Swami Vivekananda, the organization aims to support students with immense potential who face challenges continuing their education in their local communities. Funding comes solely from dedicated members and well-wishers, ensuring complete transparency.

The journey began in July 2010 with a residential home for boys. Recognizing the need for inclusivity, a separate wing for girls was established in September 2021. Currently, Nimta Be And Make Students Home houses 6 girls (grades 8-12), 7 boys (grades 11 & 12), and one senior student.

Since its inception, 46 students have successfully completed their education and are now employed in various private and government sectors. The organization boasts two doctors, three Ph.D. scholars, and several individuals holding esteemed positions – a testament to their transformative impact.

The name "Be And Make" originates from Swami Vivekananda's philosophy. He emphasized self-development before uplifting others. Following this principle, many alumni contribute their time and resources to the organization, solidifying Nimta Be And Make Students Home's success story.

‘প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)’ সংবাদ-২০১০

অনুপ নাথ
গ্রাম - কোটরাখালি, পোস্ট - পূর্ব বয়ারসিং, থানা - বাসন্তী,
জেলা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৬১১
ফোন - ৯৭৭৫২৯০২৫১
ইমেইল - anup.nath18@gmail.com
২০১০-২০১৩

দৈনিক সংবাদপত্র ‘একদিন’ এ প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে অনুপকে আবাসিক হোম ‘বিবেক উদয়’ এ ভর্তির জন্য ডাকা হয় কিন্তু ‘বিবেক উদয়’ বা অন্য কোথাও নির্বাচিত না হওয়ায় বলা যায় অনুপের কথা ভেবেই যাত্রা শুরু করা হয় নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের।

ভূগোলে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশনের পর কিছুদিন সরকারি চাকরির জন্য চেষ্টা চালায়। কিছু না হওয়ায় গৃহ শিক্ষকতা শুরু করে এবং বর্তমানে গৃহ শিক্ষকতা করেই পরিবারের রুটি রুজি জোগাড় করে চলেছে স্বচ্ছন্দে।

বলা যায় নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর সূচনার অঙ্কুরিত বীজ অনুপ। সেদিন দৈনিক সংবাদপত্র ‘একদিন’ এ প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে অনুপকে আবাসিক হোম এ নিয়ে আসার তাগিদেই সূচনা হয় নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের।

মাধ্যমিক পাস করার পর অনুপের মা গত হন। মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই কর্মক্ষম বাবা রোগ শয্যায় পড়েন এবং প্যারালাইসিস হয়ে যান। বাবা মায়ের তিন ছেলের সর্বকনিষ্ঠ অনুপ। নিরুপায় অনুপ বি এন্ড মেক এ এসে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে। নতুন শুরু হওয়া বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম তখনো সব ব্যাপারে খুব একটা গুছিয়ে উঠতে পারেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুপ এবং বাকি পাঁচজন ভাই যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে থাকে। ফলতঃ আজ কিন্তু তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব কর্মজগতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। অবিবাহিত অনুপ পরিবারের দায়ভার চালানোর পাশাপাশি জমি ক্রয় করে সেখানে নতুন বাড়ি তৈরির অপেক্ষায়।

সুশান্ত বেরা
গ্রাম, পোস্ট - কোলোন্দা, থানা - সবং,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৬৭
ফোন - ৮১০১৫৩২৭২১
ইমেইল - susantabera800@gmail.com
২০১০-২০১৩

বেলঘরিয়ার চ্যারিটেবল আবাসিক হোম ‘বিবেক উদয়’ এ সুযোগ না পেয়ে সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে।

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস এ ডেপুটি ম্যানেজার (প্রোডাকশান) পোস্টে কর্মরত।

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সুশান্ত বেরা, বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসার তিন মাসের মধ্যে বাবা মারা যান। সুশান্তর মা একমাত্র মেয়েকে (সুশান্তর থেকে সামান্য বড়ো) সঙ্গে নিয়ে জমিতে কাজ করে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যান তবুও সুশান্তর পড়াশুনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটতে দেন না। এক দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সুশান্ত কেমিস্ট্রিতে

অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন এবং রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে বি টেক পাশ করার পর হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের চাকরি। এখানে থাকাকালীন সুশান্তর নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও অন্য আবাসিক ভাইদের প্রতি ভালোবাসা ছিল নজীর বিহীন। বি এন্ড মেক থেকে এগারো বছর আগে চলে গেলেও সংগঠনের ও একজন সক্রিয় সদস্য। বি এন্ড মেকের সমস্ত আবাসিক ভাই এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং সংগঠন এর সমস্ত রকম খবরাখবর নেওয়াটা সুশান্তর অভ্যাস। এখন বিবাহিত সুশান্তর সবং এ নিজের তৈরি বাড়িতে মা'কে নিয়ে সুখের সংসার।

বিশ্বনাথ বাগ

গ্রাম, পোস্ট - খাকুরদা, থানা - বেলদা,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
ফোন - ৯০০২২৮৯৩৪৮
ইমেইল - biswanathbag2011@gmail.com
২০১০-২০১৩

বেলঘরিয়ার চ্যারিটেবল আবাসিক হোম 'বিবেক উদয়' এ সুযোগ না পেয়ে সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে।

বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর এ পদার্থ বিজ্ঞানের স্থায়ী শিক্ষক।

এক চমৎকার চরিত্রের ছেলে বিশ্বনাথ বাগ। নিমতা বি এন্ড মেক এ থেকে গ্রাজুয়েশন করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ফিজিক্সে মাস্টার্সের পর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে জুন, ২০২২ এ স্থায়ী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে। বি এন্ড মেক থেকে চলে যাওয়ার পর প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তবেই বি এন্ড মেক এ আসবে। কথা রেখেছিল। ২০২২ সালের ১০ জুন চাকরিতে যোগদানের পর ঐ বছরই জুলাই মাসে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের পূণর্মিলন উৎসবে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিজ্ঞা মতো প্রথম মাসের বেতনের একটা বড় অংশ নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের উন্নতিকল্পে দিয়েছিল। আমরা সকলেই আপ্লুত।

ঝন্টু মান্না

গ্রাম - দেউলি, পোস্ট - ফুলবেড়িয়া, থানা - গড়বেতা,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১২৭
ফোন - ৯৭৩৪৮৯২৯৪১
ইমেইল - jhantumanna92@gmail.com
২০১০-২০১২

বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে খবর পেয়ে 'বিবেক উদয়' আবাসিক হোমে ভর্তির জন্য আবেদন করে কিন্তু সেখানে না হওয়ায় সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে ভর্তি হয়।

জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং পাশ করে সিমলিপালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে ঝন্টু।

ঝন্টুর কথায়, আমি যে গ্রামে থাকি আমরা সেখান থেকে নিকটতম কলেজের দূরত্ব পঁচিশ কিলোমিটার, দশ কিলোমিটার সাইকেলে আর বাকি পনেরো কিলোমিটার বাস বা অন্য কোনো যানবাহনে। তাছাড়া সেই কলেজে পছন্দসই বিষয় পাওয়াও সমস্যা। বাড়ির অবস্থাও ভালো না। অনার্স গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হয়ে পার্ট ওয়ানে অনার্স কেটে যায়। অনার্স কেটে যাওয়ার পর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও কর্মে সৎ ঝন্টু বি এন্ড মেক এর অন্ন ধ্বংস অনুচিত মনে করে বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম ছেড়ে চলে যায়।

তারপর জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং পাশ করে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা। জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং করার সময়েও বি এন্ড মেক এর সাহায্যের হাত ঋন্টুর জন্য প্রসারিত ছিল।

শ্রীকান্ত জানা

গ্রাম - পূর্ব সান্দালপুর, পোস্ট অফিস - ইচ্ছাবাড়ি, থানা - পটাশপুর,
জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৪৪
ফোন - ৭৩৮৪০৭০৯৪৯
ইমেইল - srikantajana560@gmail.com
২০১০-২০১৩

বেলঘরিয়ার চ্যারিটেবল আবাসিক হোম 'বিবেক উদয়' থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসে।

২০২৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করে বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISC, Bengaluru), ব্যাঙ্গালোরে পোস্ট ডক করছে।

পড়াশোনায় মেধাবী শ্রীকান্ত শুরু থেকেই একটু খামখেয়ালি ধরনের। গৎবাঁধা নিয়মকানুন বা প্রথাগত জীবনযাপন থেকে শ্রীকান্ত সবসময়েই থাকতো দূরে। বোধহয় একটা অস্থিরতা সবসময়ই কাজ করতো ওর মধ্যে। ফলে অন্যান্য আবাসিকদের থেকে শ্রীকান্ত ছিল একটু আলাদা প্রকৃতির। কেমিস্ট্রিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েশনের পর দিল্লি আইআইটি থেকে মাস্টার্স। দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ ছিল না ওর সঙ্গে। 'Alumni' পুস্তিকা প্রকাশে কিছু প্রশ্নের উত্তরের জন্য ফোন করা হয়েছিল ওকে। দ্বিতীয় দিন কথা হলো। তখন জানালো, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISC, Bengaluru), ব্যাঙ্গালোরে পোস্ট ডক করছে। অবিবাহিত শ্রীকান্ত বি এন্ড মেক এর সবার কথা জানতে চাইলো। নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের 'Alumni' পুস্তিকা প্রকাশকে 'innovative কাজ' বলে স্বাগত জানালো শ্রীকান্ত জানা।

প্রসেনজিৎ প্রধান

পোস্ট, গ্রাম - মহেন্দ্রগঞ্জ, থানা - সাগর,
জেলা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৩
ফোন - ৯০৫১৬৮১৫৪৮
ইমেইল - pradhanprasenjit37@gmail.com
২০১০-২০১৩

বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে খবর পেয়ে বিবেক উদয় আবাসিক হোমে ভর্তির জন্য আবেদন করে কিন্তু সেখানে না হওয়ায় সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে ভর্তি হয়।

বর্তমানে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে জিডিএ (General Duty Attendant) পোস্টে কর্মরত।

খুব ছোটবেলায় মা মারা যান। বাবা সাইকেল সারাই এর দোকান চালিয়ে সংসার চালাতেন। পড়াশোনায় যথেষ্ট মনোযোগী প্রসেনজিৎ নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে গ্রাজুয়েশন করার পর নর্থ ক্যালকাটা পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পাশ করে। তারপর বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসতে বসতে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে চাকরি। বর্তমানে স্ত্রী ও দুই বছরের কন্যা সন্তান নিয়ে ছোট্ট সংসার প্রসেনজিতের।

‘প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)’ সংবাদ-২০১১

সুদীপ্ত চ্যাটার্জী

গ্রাম, পোস্ট - বাইরা কুর্চি, থানা - উদয়নারায়ণপুর,
জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২৬
ফোন - ৭৬৯৯২৪১৪১১
ইমেইল - schatterjee@bose.res.in
২০১১-২০১৪

উদয়নারায়ণপুর গ্রামের অরবিন্দ ব্যানার্জী, বীরেন্দ্রনাথ করণ (বিটুন দা) ও তরুণ কান্তি ব্যানার্জীর পরামর্শে যোগাযোগ নিমতা বি অ্যান্ড মেক এ।

খুব সাম্প্রতিক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করে পোস্টডক করতে বিদেশে যাওয়ার অপেক্ষায়।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্র সুদীপ্ত প্রথম থেকেই খুব শান্ত। মিষ্টি স্বভাবের ছেলেটি পড়াশোনায় যথেষ্ট মনোযোগী ছিল। গ্র্যাজুয়েশনের পর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মাস্টার্স করে সুদীপ্ত। তবে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরও ওর সঙ্গে বি এন্ড মেক এর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বিগত বছরগুলোতে পড়াশোনায় ব্যাপক ব্যস্ততার মধ্যেও বি এন্ড মেকের প্রতিটি অনুষ্ঠানে বা বর্তমান ভাই-বোনদের সঙ্গে সবসময়ই যোগাযোগ রেখেছে সুদীপ্ত।

সৌরভ পাল

গ্রাম - উত্তর রামেশ্বরপুর, পোস্ট - দুপসা, থানা - কালনা
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৫১৯
ফোন - ৯৮৩৬২১৭৮৩
ইমেইল - souravandpaul@gmail.com
২০১১-২০১৪

বি এন্ড মেক এর প্রাক্তন সদস্য কৌশিক দত্তর সহায়তায় বি এন্ড মেক এ আসা।

সৌরভ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে কর্মরত।

বর্ধমানের এক প্রত্যন্ত গ্রামের অসম্ভব জেদি ছাত্র সৌরভ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে গয়নার বাক্স তৈরির কাজে লেগে যায়। সংগঠনের সদস্য কৌশিক দত্ত সম্ভাবনাময় সৌরভকে নিয়ে আসে বি এন্ড মেক এ। এখানে থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর আবার চরম দুর্ভোগ। তিন দিন আক্ষরিক অর্থে অভুক্ত থেকে বাধ্য হয়ে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ নেয় খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা সৌরভ। তবুও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন থেকে সরে আসে না। তারপর শুভেন ভৌমিকের সহায়তায় সরকারি চাকরির প্রস্তুতি শুরু করে। বর্তমানে ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কর্মরত শ্রী সৌরভ পালের কথায়, ‘বাবার কথা আমার স্মৃতিতে অস্পষ্ট। মা প্রচুর পরিশ্রম করে আমাদের খাবার জোগাড় করতেন। আর দশটা বাচ্চার মত আমাদের কোন শৈশব ছিল না’। বাবার না থাকা সৌরভ প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে। মায়ের অসীম শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিবাহিত সৌরভের স্ত্রী, কন্যা ও মাকে নিয়ে সল্টলেকের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আবাসনে সুখের সংসার।

সৌমেন চৌধুরী

গ্রাম, পোস্ট - হারিট, থানা - দাদপুর,
জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫
ফোন - ৯৭১ ৫৬৭৭৯৩২৮২
ইমেইল - soumenchowdhury.sc@gmail.com
২০১১-২০১২

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের এক ভদ্রলোকের সাথে সৌমেনের বাবার পূর্বপরিচিতি এবং উনার মারফত মিশনের মহারাজের সান্নিধ্যে আসা। মহারাজের পরামর্শে শুভেন (ভৌমিক) স্যার এর সাথে যোগাযোগ এবং Be & Make এ আসা।

একটি জার্মান বহুজাতিক সংস্থা Fischer Middle East এর দুবাই ব্রাঞ্চে টেকনিক্যাল ম্যানেজার পোস্টে কর্মরত।

নিমতা বি এন্ড মেক এ থেকে বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশনে এক বছর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা কোর্সে পড়াশোনা করে শান্ত, সুন্দর স্বভাবের ছেলে সৌমেন এবং পরবর্তীকালে ডিস্টান্সে বি টেক কমপ্লিট করে। এক বছর পর পড়াশোনার কারণে একটা কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে সৌমেনের কিন্তু তার যোগান দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই সময়ে। অগত্যা নিমতা বি এন্ড মেক থেকে চলে যায় এবং শিল্পপীঠের কাছাকাছি মেসে থেকে বাকি দু বছর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পাস করে। এখন দুবাইয়ে কর্মরত সৌমেন। যত অল্প দিনই বি এন্ড মেক এ থাকুক না কেন এই সংস্থার প্রতি ভীষণ আবেগপ্রবণ এবং দায়িত্ববান সৌমেন। সংগঠনের নিয়মিত সদস্য সৌমেন যেকোনো প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সাহায্যের হাত সব সময়ই বাড়িয়ে দেয়। মাটির টানে কলকাতায় এলে বি এন্ড মেকে আসার আন্তরিক চেষ্টা করে ও, পাশাপাশি নিয়মিত বর্তমান ভাই-বোনদের খবরাখবর নেয়া এবং সুবিধামতো ভাই-বোনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা সৌমেনের স্বভাবসিদ্ধ।

হরষিত বিশ্বাস

গ্রাম, পোস্ট - যোগেশগঞ্জ, থানা -হেমনগর কোস্টাল,
জেলা - উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪৩৯
ফোন - ৭০৭৪৫৬৮৯৯৭
ইমেইল - hoobby.1996@gmail.com
২০১১-২০১৩

বিরাটির গ্লোব ভিষণ সোসাইটির এক সদস্য মারফত নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসা।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন (পাস কোর্সে) কমপ্লিট করে। এখন বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের নেওয়া হয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হরষিত। ও কলা বিভাগে পড়াশুনো করেছে। হরষিত বাবা-মায়ের দুই পুত্র সন্তানের বড়। বাবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কন্ট্রাকচুয়াল লেবার, মা আইসিডিএস কর্মী। মাঝারি মেধার ছাত্র হরষিত বি এন্ড মেক থেকে পাশ করার পর এই সংস্থার সঙ্গে মাঝেমধ্যে যোগাযোগ রাখে। এই সংস্থার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হরষিত উপস্থিত থাকার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী।

অরিজিৎ চক্রবর্তী

গ্রাম, পোস্ট - কালিতলা, থানা -হেমনগর কোস্টাল,
জেলা - উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪৩৯
ফোন - ৮০১৬০৭৩৪৪৭
ইমেইল - arijitchakraborty67@gmail.com
২০১১-২০১৩

বিরাটির গ্লোব ভিষণ সোসাইটির এক সদস্য মারফত নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসা।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘড়িয়া থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাস করার পর এখন ফরিদাবাদে (হরিয়ানা) Mar Infrabuilt নামের একটি কোম্পানিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (বিলিং) পোস্টে কর্মরত।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পাস করে। ডিপ্লোমা পাস করার পর দুই একটা চাকরি চেঞ্জ করে এখন হরিয়ানার ফরিদাবাদে মার ইনফ্রাবিল্ট এ কর্মরত।। বাড়িতে বাবা মা ঠাকুমা ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রী থাকেন। বাবা পূজা পার্বণ এবং ছোটখাটো কাজকর্ম করে সংসার চালান।

'প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)' সংবাদ-২০১৩

কার্তিক মহন্ত

গ্রাম - হাতিবাড়ি, পোস্ট - বন্দুব্রজপুর, থানা - সিমলাপাল,
জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৫১
ফোন - ৯৭৪৯২৪১৮৭৪
ইমেইল - kartikmahanta.k.m@gmail.com
২০১৩-২০১৫

কার্তিক বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে থাকার জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু সেখানে সুযোগ না হওয়ায় সেখান থেকে খবর পেয়ে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এ আসে।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস (AIIMS), কল্যাণীতে হাউসস্টাফ হিসেবে কর্মরত ।

বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের এক প্রত্যন্ত গ্রাম হাতিবারি গ্রামে চাষাবাদ করে সংসার চালানো বাবা মা এর তিন ছেলের কনিষ্ঠতম সন্তান। লক্ষ্য পূরণে অবিচল, জীবন সংগ্রামে হার না মানা, অসম মানসিকতা অথচ লক্ষ্যে অবিচল, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলা সহায় সম্বলহীন তরুণ। ইন্টারভিউয়ের সময় ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোর জীবনের লক্ষ্য কি? ও জানায়, ওর একমাত্র লক্ষ্য ডাক্তার হওয়া। বলা বলেছিল, লক্ষ্য তো অনেকেরই অনেক কিছু থাকে, সব সময় তো তা পূরণ হয় না। সেক্ষেত্রে তোর বিকল্প ভাবনা কি? সবাইকে বেশ অবাক করে ও বলেছিল, আমার একটাই অপশন, ডাক্তারি। যেভাবেই হোক আমাকে ডাক্তার হতেই হবে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পরে কথা প্রসঙ্গে কার্তিকের মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে একান্তে রিনা ভৌমিককে বলেছিলেন, কতদিন ছেলেটাকে খেতে দিতে পারিনি। কখনো আধ-পেটা খাবার দিয়েছি, কখনো কিছুই দিতে পারিনি। সব কিছুর পরেও কার্তিক মহন্ত আজ ডাক্তার। ইতিমধ্যেই ও এবং ওর সহপাঠী বন্ধুরা মিলে বাঁকুড়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে বিনা

পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকে সঙ্গে ওষুধও। ওদের সংগঠন 'আশ্বাস' মানুষের মনে বিশ্বাস তৈরি করতে পেরেছে সবাই এক না, এখনো অনেক মানুষ আছে যাঁরা এখনো মানুষের কথা ভাবে!!

প্রশান্ত গিরি

গ্রাম - সন্নিহারী, পোস্ট - বারানিহারী, থানা - এগরা,
জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪২
ফোন - ৮৪৮১৯৬৫১৮৬
ইমেইল - prasantagiri722@gmail.com
২০১৩-২০১৫

ছত্রি বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন স্কুলের ছাত্র প্রশান্ত মাধ্যমিকে খুব ভালো ফল করে। ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক প্রশান্তর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ওর পড়াশুনোর জন্য তীরভূমি পত্রিকায় সাহায্যের আবেদন করেন। সেই পত্রিকা থেকে এই হোমেরই ছাত্র শ্রীকান্ত জানা প্রশান্তকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে নিয়ে আসে।

ইন্ডিয়ান পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার) হিসাবে বেলঘড়িয়ার দেশপ্রিয়নগর সাব পোস্ট অফিসে কর্মরত।

মানুষের জীবনে সফল বা বিফল হওয়াটা সব সময় বোধহয় নিজের হাতে থাকে না। বিশেষত যদি কেউ সহৃদয়, বিবেকবান, দায়িত্বশীল হয় তাহলে তো নয়ই। হৃদয়ের ঘানিতে পিষ্ট হয়ে কখন যে তার স্বপ্ন, লক্ষ্য তার থেকে ক্রমাগত দুরে সরে যায় তা সে নিজেও জানে না। অবশ্য জানলেও কিছু করতে পারে না সে, ঠিক যেমনটি ঘটেছে প্রশান্ত গিরির জীবনে। জীবন যুদ্ধে প্রশান্ত এক নিরলস আপোসহীন সংগ্রামী।

একই বছর নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এ আবাসিক ছাত্র হিসাবে নির্বাচিত হয় কার্তিক মহন্ত ও প্রশান্ত গিরি। দুজনেই দরিদ্র পরিবারের মেধাবী সন্তান। দুজনেই খুবই পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, অনুগত - নিজের কাজে যথেষ্ট পরিমাণ দায়িত্ববান। অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের মধ্যে খুব সুন্দর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। শুরু হয় দুজনের একসাথে পথ চলা, লক্ষ্য ডাক্তার হওয়া। বি এন্ড মেক থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওরা দুজনেই কম খরচে একটা মেস বাড়িতে থাকতে শুরু করে। এবারের লক্ষ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে মেডিকেলে ক্রাক করা। ক্রাক করেছিল কিন্তু যা rank এসেছিল, তাতে সরকারি কলেজে চান্স পাবে না। অগত্যা, আবার প্রস্তুতি। কিন্তু প্রশান্তর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পারিবারিক সমস্যা। দাদা অসুস্থ, বাবা মাও অসুস্থ। সাংসারিক চাপ ওকে বাধ্য করেছে সব আশা আকাঙ্খা, লক্ষ্যকে গলা টিপে মেরে ফেলতে। ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে ত্যাগ করে প্রিয় বিষয় কেমিস্ট্রি নিয়ে ভর্তি হয় বিরাটি মৃণালিনী কলেজে। লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাস করে একটা চাকরি যোগাড় করা। পাশ করার পর জোগাড় ও হয়ে যায় পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে গ্রামীণ ডাক সেবকের চাকরি। পড়াশুনা করে আরো উঁচুতে ওঠার সাধ এখনো টিকে আছে প্রশান্তর মধ্যে। বাড়ির পরিবেশ, প্রতিবন্ধকতা, বাবা-মায়ের অসুস্থতা এখনই প্রশান্তকে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চাপ সৃষ্টি করছে। কিন্তু অনড় প্রশান্ত। আরো প্রতিষ্ঠিত হতে হবে জীবনে - একটাই লক্ষ্য ওর।

প্রশান্তর সঙ্গে কথা বলার সময় আমরা অনুভব করেছি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্নটা, খিদেটা এখনো মরে যায়নি। ভেতরের আগুনটা এখনো নিভে যায়নি। হাজারো দুঃখ কষ্টে সদা প্রাণবন্ত প্রশান্ত প্রশান্তই আছে। অকপটে স্বীকার করল খুব কষ্টের হলেও এই চাকরি ছেড়ে আমাকে আরো ভালো চাকরি পেতেই হবে, জীবনে আরো প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে আমাকে।

দয়াল প্রসাদ মণ্ডল

গ্রাম, পোস্ট - ময়নাপুর, থানা - জয়পুর
জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৩৮
ফোন - ৭০০৩২৯৯৫৯৬
ইমেইল - dayal.moynapur@gmail.com
২০১৩-২০১৫

কোয়ালপাড়া মিশনের সাথে যুক্ত এক ব্যক্তির হাত ধরে নিমতা বি এন্ড মেক এ যোগাযোগ।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর আর জি কর মেডিকেল কলেজ থেকে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কোর্সে ডিপ্লোমা করে দয়াল। বর্তমানে বাঁকুড়ার খাতরা সাব ডিভিশন হসপিটালে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পোস্টে কর্মরত।

বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামের দয়াল প্রসাদ মন্ডলের বাবা ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে দয়াল ছোট। পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো দয়াল আর জি কর মেডিকেল কলেজ থেকে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কোর্সে ডিপ্লোমা করে। বছর দুয়েক একটা বেসরকারি চাকরি করতে করতে সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেয় এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসের অধীনে বাঁকুড়ার খাতরা সাব ডিভিশনাল হসপিটালের ব্লাড ব্যাঙ্কে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পোস্টে কর্মরত।

'প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)' সংবাদ-২০১৪

লিংকন কীর্তনীয়া

গ্রাম - পশ্চিম হরিণডাঙ্গা, পোস্ট - হরিতলা,
থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদিয়া
ফোন - ৭৯০৮৪৪৪৪৬২
ইমেইল - linkankirtaniya746@gmail.com
২০১৪-২০১৬

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক আশ্রমে পাঁচজন নির্বাচকের মধ্যে একজনের অপছন্দের কারণে লিংকন বাতিল হয়ে যায়। ওখান থেকেই একজনের সহায়তায় 'Nimta Be and Make Students Home' এর সাথে যোগাযোগ হয়।

উড়িষ্যার বালাসোরের হাতিগড় কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে মেডিকেল অফিসার পোস্টে কর্মরত লিংকন।

নদীয়ার বগুলা অঞ্চলের ছোট্টো অনামী গ্রামে অসচ্ছল পরিবারে লিংকনের বেড়ে ওঠা। বাবা, মা আর দুই ভাই (লিংকন ছোটো) নিয়ে অভাবের পরিবার। ক্লাস এইটে পড়ার সময় মা কে হারায়। মৃত্যু শয্যায় লিংকনের দাদার কাছে মা এর আকুতি ছিল ভাইকে ডাক্তার করার। মা এর মৃত্যুর পর আরও কঠিন লড়াই। তীব্র পারিবারিক সংকট। মা এর চিকিৎসার জন্য জমি বিক্রি, ভিটে-মাটি বন্ধক রাখতে হয়।

অর্থের অভাবে পড়াশোনা ছাড়তে হয় দুই ভাইকেই । দাদা নিজের পড়াশোনা বন্ধ রেখে রোজগারের জন্য কাজ করতে শুরু করে। লক্ষ্য ছিলো যেভাবেই হোক মেধাবী ভাইকে আবার পড়াশোনার জগতে ফিরিয়ে আনা। দু'বছর বাদে আবার নতুন করে স্কুলে ভর্তি হয় লিংকন, মাধ্যমিক পাস করে ২০১৪ তে, খুব ভালো রেজাল্টও করে। নিমতা বি অ্যান্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করে লিংকন। গতবছর (২০২৩) বাবা গত হয়েছেন। এখন দুই ভাইয়ের সংসার। চাকরি সূত্রে লিংকন এখন উড়িষ্যাবাসী। সময় সুযোগ পেলেই বগুলাতে দাদার কাছে চলে আসে লিংকন।

পরিশেষে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। লিংকনের দাদা রাজীব কীর্তনীয়া দূর্গাপুরের এক বেসরকারী কলেজে ল (এল এল বি) পাঠরত থাকাকালীন লিংকন ওর ইন্টার্নশিপের টাকায় নিজের খরচ ও দাদার পড়াশুনার খরচের একটা বড় অংশ দায়িত্বের সঙ্গে সামলেছে।

সন্দীপ শাসমল

গ্রাম, পোস্ট - হরালি, থানা - উদয়নারায়ণপুর,
জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২৬
ফোন - ৮৯৪২৮৯৫০৬৭
ইমেইল - sondipsasmal008@gmail.com
২০১৪-২০১৬

হরালি গ্রামের তরুণ কান্তি ব্যানার্জি, অরবিন্দ ব্যানার্জি এবং বীরেন্দ্রনাথ করণ এর সাথে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের নিবিড় যোগাযোগ। তাঁদের সূত্রেই সন্দীপের বি এন্ড মেকে আসা।

PRADAN (Professional Assistance for Development Action) সংস্থায় Executive পোস্ট এ কর্মরত। বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার খাতরায় পোস্টেড।

সন্দীপদের পরিবার বাবা, মা, দাদু ঠাকুমা সন্দীপ এবং ওর এক বোনকে নিয়ে। বাবা চাষবাসের কাজে যুক্ত, নিজেদের অল্প জমি আছে। নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ B Tech করে সন্দীপ। তারপর একই ইনস্টিটিউট থেকে M Tech করে 'ফার্ম মেশিনারি এন্ড পাওয়ার' এর উপরে।

স্থায়ীভাবে চাকরি পাওয়ার পর সন্দীপ নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর একজন নিয়মিত সদস্য। বি এন্ড মেক পরিবারের সুখে দুঃখে সন্দীপ সবসময়ই পাশে থাকে।

'প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)' সংবাদ-২০১৫

অরূপ সাউ

গ্রাম, পোস্ট - হরালি, থানা - উদয়নারায়ণপুর,
জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২
ফোন - ৮২০৭০৯৪১৯৭
ইমেইল - sauarup1999@gmail.com
২০১৫-২০১৭

হরালি গ্রামের তরুণ কান্তি ব্যানার্জি, অরবিন্দ ব্যানার্জি এবং বীরেন্দ্রনাথ করণ এর সাথে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের নিবিড় যোগাযোগ। তাঁদের সূত্রেই অরূপের বি এন্ড মেকে আসা।

Institute for Engineering and Management (IEM) এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে কর্মরত।

উদয়নারায়নপুর ব্লকের হরালি গ্রামে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান অরূপ। বাবা চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত, সামান্য কিছু জমি

জমাও আছে। ২০১৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর Government College of Engineering and Leather Technology থেকে Computer Science and Engineering-এ BTech করে। এরপর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে এম ই (ME) কমপ্লিট করে ২০২৩ সালে। চাকরি সূত্রে দমদম পার্কে বসবাস। নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম সুন্দরভাবে চলার জন্য অরূপ সাধ্যমতো ভূমিকা রাখে। হোমের ভাই-বোনদের ব্যাপারে অরূপ যথেষ্ট উৎসাহী।

খুব সম্প্রতি অরূপ খবর দিল, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT), খড়গপুর এ কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্টে পিএইচডি (PhD) করার জন্য সিলেক্টেড হয়েছে। ১৫ জুলাই জয়েনিং তাই ১৪ জুলাই পুনর্মিলন উৎসবে থাকতে পারবে না। আমরা যতটা দুঃখিত তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত। ভবিষ্যতের ডক্টর অরূপ সাউ আরও অনেক উন্নতি করুক, জীবনে মানুষের মতো মানুষ হোক—মনেপ্রাণে এই কামনা করি আমরা।

বিশ্বজিৎ জানা

গ্রাম - বেজদা, পোস্ট - গড় মনোহরপুর, থানা - দাঁতন,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৫১
ফোন - ৮৯১৮০৮৯৭৩৬
ইমেইল - janabisu649@gmail.com
২০১৫-২০১৭

বিশ্বজিতের দাদার এক বন্ধু তার মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের খবর পায়।

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টে কর্মরত। বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের পানিপারুলে পোস্টেড।

বাবা-মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে বিশ্বজিৎ ছোট। দাদা পড়াশোনা করে। বাবা চাষবাসের কাজের সঙ্গে যুক্ত। নিজস্ব জমি আছে অল্প। ২০১৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর Government College of Engineering and Leather Technology থেকে লেদার টেকনোলজিতে B Tech পাশ করে। এরপর এই কলেজ থেকেই M Tech পাস করে বিশ্বজিৎ। এম টেক কমপ্লিট হতে হতেই বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের চাকরি। আরো ভালো সরকারি চাকরির চেষ্টায় বিশ্বজিৎ। বর্তমানে বিশ্বজিৎ নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের একজন নিয়মিত সদস্য।

আনন্দ বেরা

গ্রাম, পোস্ট - হরালি, থানা - উদয়নারায়ণপুর,
জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২৬
ফোন - ৮৬৯৭৮১১৩৭২
ইমেইল - abpananda555@gmail.com
২০১৫-২০১৭

উদয়নারায়নপুর ব্লকের অন্তর্গত হরালি গ্রামের অরবিন্দ ব্যানার্জী, বীরেন্দ্রনাথ করণ (বিটুন দা) ও তরুণ কান্তি ব্যানার্জীর পরামর্শে আনন্দ যোগাযোগ করে নিমতা বি অ্যান্ড মেক-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শুভেন ভৌমিকের সঙ্গে।

M/s. Larsen and Toubro-তে Minerals & Metals, Strategic Buisness Group (SBG) বিভাগে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে কর্মরত।

হাওড়ার উদয়নারায়নপুর ব্লকের অন্তর্গত হরালি গ্রামে এক অত্যন্ত গরিব পরিবারের বাবা মায়ের তিন মেয়ের (বর্তমানে তিনজনই বিবাহিতা) পর একমাত্র ছেলে আনন্দ। ছোট থেকেই বেশ কষ্টের মধ্যে বেড়ে ওঠে আনন্দ। বাবা মুলত নিজের অল্প কিছু জমিতে চাষাবাদ করেন আর বাকি সময় অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করেন। আনন্দর মা ও ঘর

গেরস্থালির কাজের পর ওর বাবার সাথে চাষের কাজে সাহায্য করেন। মাধ্যমিকে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে আনন্দ কিন্তু এরপর কি করবে, কোথায় পড়াশোনা কিছুই ও জানে না। হরালি গ্রামের অরবিন্দ ব্যানার্জী, বীরেন্দ্রনাথ করণ (বিটুন দা) ও তরুণ কান্তি ব্যানার্জীর পরামর্শে নির্দিষ্ট দিনে আনন্দ আসে বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে এবং প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পর ওর নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে থাকা নিশ্চিত হয়। এর আগেও অরবিন্দ দা, বিটুন দা, তরুণ দার হাত ধরে নিমতা বি অ্যান্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে বেশ কয়েকজন ছাত্র এসেছে হরালি গ্রাম থেকে। হায়ার সেকেন্ডারিতে বেশ ভালো রেজাল্ট করে আনন্দ। তারপর পলিটেকনিক জয়েন্ট দিয়ে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে ওর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পড়া শুরু। আনন্দর বাড়ির অবস্থা এতটাই খারাপ যে সেই সময়ে বাইরে কোথাও রেখে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করাটা বেশ কষ্টসাধ্য। সাধারণত নিমতা বি অ্যান্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু আনন্দর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ওকে এখানে থাকতে সুযোগ করে দেওয়া হয়।

'বাবা-মা চরম দারিদ্রতা সত্ত্বেও গ্রামের অন্যান্যদের মতো গ্যারেজে বা সোনার কাজে না লাগিয়ে পড়াশুনা করতে অনুপ্রাণিত করায় আমি বাবা-মার কাছে চরম কৃতজ্ঞ' পুনর্মিলন উৎসব, ২০২৩ এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাবা মা সম্পর্কে কথাগুলো বলেছিল আনন্দ।

আনন্দর বুদ্ধিমত্তা এবং দায়িত্ববোধ ওকে সবসময়ই অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। যেকোনো কাজে ওর একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ওকে সাফল্য এনে দিয়েছে অনায়াসে। পড়াশুনার সাথে সাথে নিজের এবং হোমের অন্য ভাইদের সমস্ত রকম দায়িত্ব সামলেও খেলাধুলা, নাটক করা থেকে বিভিন্নরকম সামাজিক দায়িত্ব পালনে ও প্রথম সারিতে। বিধ্বংসী আমফান ও ভয়াবহ যশ এর পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিমতা 'অসময়ে' র তরফে বেশ কয়েকবার আমরা যে ত্রাণকার্য করেছি, সত্যি করে বললে আনন্দ সেই কাজ পরিচালনায় ছিল সেকেন্ড কমান্ডার। রিলিফের সামগ্রী প্যাকেটবন্দী করা থেকে মানুষের হাতে রিলিফ তুলে দেওয়া সবেতেই আনন্দ। করোনার সময়ে করোনা রোগীর বাড়িতে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল 'অসময়ে' র তরফে, প্যাকেট করা থেকে খাবার রুগীর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ একটা অঞ্চলের পুরো দায়িত্ব পালন করতো আনন্দ। আসলে, যে কোনো কাজই আনন্দ করে হাসি মুখে আন্তরিকতার সঙ্গে। ওর বিশেষত্ব এখানেই। আমরা নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের সদস্য শুভানুধ্যায়ীরা আনন্দর ভবিষ্যৎ সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত।

'প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)' সংবাদ-২০১৬

সঞ্জয় মাহাতো

গ্রাম - হাতিবাড়ি, পোস্ট - কুলাবাহাল, থানা - হুরা,
জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১০১
ফোন - ৮৬৭০১৪৩৭৬৮
ইমেইল - sanjoymahato671@gmail.com
২০১৬-২০১৮

ডানলপ নিবাসী বাণীব্রত রায় মহাশয়ের মাধ্যমে সঞ্জয় বি এন্ড মেক এ আসে।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বিধাননগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন করে। বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে M Sc করছে, লাস্ট সেমিস্টার। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা B Ed করার।

বাবা মা, দিদিকে নিয়ে সঞ্জয়দের পরিবার। নিজস্ব সামান্য কিছু জমিতে চাষবাসের পাশাপাশি বাবা সরকারি ১০০ দিনের প্রকল্পে দিনমজুরের কাজ করেন। মাস্টার্স করার পর বিএড করার ইচ্ছা এবং পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি

নেওয়াও সঞ্জয়ের ভাবনা। যে করেই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংসারের দায়িত্ব নেওয়া সঞ্জয়ের একমাত্র লক্ষ্য।

আর একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে সঞ্জয় বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর। ওদের গ্রামের পাশে শবর আদিবাসী জনজাতির একটি অনুন্নত গ্রাম আছে। ওর লক্ষ্য ওই গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় আগ্রহী করা এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ও ভবিষ্যতে উচ্চ চিন্তার প্রসার ঘটানো। আমরা সঞ্জয়ের সাফল্য কামনা করি।

কৃষ্ণেন্দু মুলা

গ্রাম, পোস্ট - গোবর্ধনপুর, থানা - পিংলা,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১৩১
ফোন - ৭০৬৩২৪৬৩০৯
ইমেইল - mulakrishnendu@gmail.com
২০১৬-২০১৮

কৃষ্ণেন্দুর কাকা বাঁকুড়া যুগাচার্য বিবেকানন্দ সেবা সমিতির সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক। বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে খবর পেয়েই নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসা।

রাউলকেল্লায় প্লুটো প্লাজা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning) Engineer পোস্টে কর্মরত।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্ট হোম থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পাস করে কৃষ্ণেন্দু। প্রথম চাকরি ব্লু স্টার কোম্পানিতে। ব্লু স্টার এ থাকাকালীন টাটা গোষ্ঠী এবং আসাম গভর্নমেন্টের যৌথ সহযোগিতায় ডিব্রুগড়ের আসাম ক্যান্সার হসপিটালের পুরো ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনের দায়িত্বে ছিল কৃষ্ণেন্দু। বর্তমানে রাউলকেল্লায় প্লুটো প্লাজা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে কর্মরত।
চাকরির পাশাপাশি কৃষ্ণেন্দু অনলাইনে মধ্যমগ্রামের ক্যামেলিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে বি টেক করছে। এটা লাস্ট সেমিস্টার।

ধীমান বর্ধন

ভীমরাম আশ্রম পাড়া, গ্রাম, থানা - নকশালবাড়ি,
জেলা - দার্জিলিং, পিন - ৭৪২৩০১
ফোন - ৬২৯০০৯২৬৫১
ইমেইল - bardhandhiman99@gmail.com
২০১৬-২০১৭

দার্জিলিং রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিশ্বরূপ মহারাজের সাথে পরিচিতির মাধ্যমে ধীমান বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে ভর্তি হয়।

দার্জিলিং ফুডক্রাফট ইনস্টিটিউশন থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করার পর প্রথমে কোলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে দুই বছর চাকরি করে। বর্তমানে ধীমান মালদ্বীপ গ্রিন জোন ক্যাফের চাকরি ছেড়ে ক্রুজ শিপে চাকরির চেষ্টা করছে।

বাবা, মা এবং দুই পুত্র সন্তানকে নিয়ে ধীমানদের পরিবার। বাবা ছোটখাটো ব্যবসা করেন। নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করার জন্য ধীমানকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা,

একাদশ শ্রেণীর পর ধীমানকে হোম এর নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গের কারণে বহিষ্কার করা হয়। খুবই দুঃখজনক ঘটনা কিন্তু একথা ঠিক যে নিয়মানুবর্তিতা ভাঙ্গলে তার সাথে কোন রকম আপোষ করা হয় না এখানে।

নিমতা বি এন্ড মেক থেকে চলে যাওয়ার পর যতীন দাস নগর বিদ্যামন্দির থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ধীমান। বর্তমানে নকশালবাড়িতে নিজেদের বাড়িতেই পরিবারের সাথে বসবাস করছে।

কথাবার্তায় ঝকঝকে ধীমানের সঙ্গে খুবই আন্তরিকভাবে কথা হয় অতীত এবং বর্তমানের বিভিন্ন প্রসঙ্গে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধীমান জীবনে ক্রমাগত আরো যে উন্নতি করবে এ ওর কথাবার্তায় স্পষ্ট।

সুপ্রকাশ সামন্ত

গ্রাম, পোস্ট - রামপুর, থানা - সন্দেশখালী,
জেলা - উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯
ফোন - ৬২৯৬০১৩৭৮০
ইমেইল - iamsuprokashsamanta2000@gmail.com
২০১৬-২০১৮

বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু সেখানে না হওয়ায় সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের খবর পায়।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন করে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে সুপ্রকাশ। সামনেই পরীক্ষা তাই বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করছে।

বাবা, মা, দিদিকে নিয়ে সুপ্রকাশদের পরিবার। বাবা সরকারি ১০০ দিনের প্রকল্পে দিনমজুরের কাজ করেন। মা ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুপ্রকাশ যখন কলকাতায় গ্রাজুয়েশন করছিল তখন বাবা বিভিন্ন ফ্ল্যাটে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করতেন। সুপ্রকাশের পড়াশোনা শেষে বাবা গ্রামেই ফিরে যান এবং স্বনির্ভর প্রকল্পে কাজ কর্ম করেন। সুপ্রকাশের একটাই চেষ্টা, সরকারি চাকরি। দু-একটি পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে কৃতকার্য হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যর্থ হয়। তবে জেদি, পরিশ্রমী সুপ্রকাশের সাফল্যে আমরা আশাবাদী।

‘প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)’ সংবাদ-২০১৭

অভিজিৎ দাস

গ্রাম - মালিয়ারা সুন্দরপুর, পোস্ট - গড় মনোহরপুর,
থানা - দাঁতন, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৫১
ফোন - ৮১০১৯৬৯৪২৪
ইমেইল - aj.das.research@gmail.com
২০১৭-২০১৯

অভিজিতের গ্রামেরই শিক্ষক কালিপদ মহাপাত্র মহাশয়ের মাধ্যমে জানতে পারে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের কথা।

June 2024 থেকে OnFinance AI-তে Founding AI Research Engineer হিসেবে কাজ করছে। কাজের টপিক হল Financial Department এবং BFSI সেক্টর এর জন্য Generative-AI Algorithm তৈরি।

বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা, বোন এবং অভিজিত কে নিয়ে পাঁচ জনের পরিবার। বাবা পেশায় কৃষক, পাশাপাশি মা-বাবা দুজনে একসঙ্গে টেলারিং এর একটা ছোট ব্যবসা চালান।

ছোটবেলা থেকেই মেধাবী অভিজিৎ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি টেক করে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড লেদার টেকনোলজি কলেজ থেকে।

প্রথমে কিছুদিন Pre-doctoral Research Fellow পজিশন এ কাজ করেছে অভিজিত। রিসার্চ টপিক ছিল AI for Computer Aided Diagnosis. 'Radiology and AI' এবং 'Abdominal CT Denoising' টপিকের উপর দুটি রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেছে।

এখন Feinberg School of Medicine, Northwestern University, USA-তে Remotely Affiliate Researcher হিসেবে কাজ করছে AI for Medical Imaging বিষয়ে। এখান থেকেও দুটি পেপার পাবলিশ হয়েছে- একটির টপিক Tumor Detection এবং আর একটি হল Gastro-intestinal Findings and Feature Optimization ।

পবিত্র ঘোষ

গ্রাম, পোস্ট - খয়রা, থানা - ভরতপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০১
ফোন - ৭৩৮৪৮৪২৮৩৪
ইমেইল - thisispabitraghosh2002@gmail.com
২০১৭-২০১৯

বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু না হওয়ায় সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসে।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ Processing & Food Engineering-এ এম টেক (M Tech) পাঠরত (2nd semester)

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি টেক করে পবিত্র। এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম টেক এর সেকেন্ড সেমিস্টার চলছে। পড়াশোনার পাশাপাশি নাটক, আবৃত্তি, অ্যাঙ্কারিংও করে পবিত্র। বাবা-মা গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। বাবা চাষবাস এবং নিজস্ব গরু-বাছুর পালন করেন এবং তাতেই সংসার চালান। এম টেক কমপ্লিট করার পর পবিত্রর ইচ্ছা চাকরি করা এবং বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়ানো। সময় সুযোগ মতো পিএইচডি করারও ইচ্ছা আছে পবিত্রর।

কৌশিক কয়াল

গ্রাম, পোস্ট - ধুচনিখালি, থানা - সন্দেশখালি,
জেলা - উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪৪৬
ফোন - ৯৮০০১৪৪০৫৫
ইমেইল - koushikkayalk.k@gmail.com
২০১৭-২০১৯

বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু সেখানে না হওয়ায় সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে ভর্তি হয়।

ইন্ডিয়ান পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের অধীন গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার) পোস্টে জয় গোপালপুর ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসে কর্মরত।

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করার সময় থেকেই কৌশিকের লক্ষ্য ছিল ডাক্তারি পরীক্ষা নীট (NEET) এ উত্তীর্ণ হওয়া। প্রথম বছর হয়নি, দ্বিতীয় বছর চেষ্টা করেছিল, তাতেও হয়নি। তারপর গ্রামীণ ডাক সেবকের চাকরিতে জয়েন করে। বাবা সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজে জনমজুরী করেন। চাকরি করার পাশাপাশি কৌশিক নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে জুওলজিতে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করছে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে ভালো চাকরির লক্ষ্য কৌশিকের। গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর আরও একবার নিট দেবার লক্ষ্যে অবিচল কৌশিক।

'প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)' সংবাদ-২০১৮

আকাশ চক্রবর্তী

গ্রাম, পোস্ট - ঘোষ গ্রাম, থানা - মল্লারপুর,
জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৪৫
ফোন - ৯৩৩৯০৫১৯৭০
ইমেইল - akash033.chakraborty@gmail.com

২০১৮-২০২০

বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু সেখানে না হওয়ায় সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের খবর পায়।

Heritage Institute of Technology থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি টেক পড়তে পড়তে ক্যাম্পাসিং এই চাকরি পেয়ে যায়। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (DCPL) এ স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ডিপার্টমেন্টে গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদে যোগ দেবে আকাশ।

বীরভূম জেলার ঘোষ গ্রামের বাসিন্দা আকাশ বাবা-মায়ের একই সন্তান। বাবা মূলত পেশায় পুরোহিত তবে নিজেদের কিছু জমি-জমা আছে, তা থেকেও কিছু আয়ের ব্যবস্থা হয়। নিজেদের বাড়ি। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি টেক পাশ করে আকাশ। বি টেকে ও খুব ভালো ফল করে।

এখান থেকে চলে যাবার পরেও আকাশ হোমের ভাই-বোনদের অংক দেখানো খুব দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছে। সব সময় হাসিখুশি, প্রাণবন্ত আকাশ দীর্ঘদিন বি এন্ড মেকের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে হোমের ভাই-বোনদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুই নিবিড়। মনে প্রাণে আকাশ বি এন্ড মেক পরিবারেরই একজন সদস্য।

সমীর সিট

গ্রাম - পিথাপুরা, পোস্ট - ভদ্রকালী, থানা - নারায়ণগড়,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৩৭
ফোন - ৮৯৬৭০৩৫০১৯
ইমেইল - samirshit760@gmail.com

২০১৮-২০২০

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'বিবেক উদয়' থেকে পড়াশোনা করেছিল গোবিন্দ দে। তার সাথে পরিচিত সমীর শীট, গোবিন্দ দে-র পরামর্শে শুভেন ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বি এন্ড মেক এ আসে।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কল্যাণী ইউনিভার্সিটি থেকে বি টেক করে সমীর ইলেকট্রনিকস এন্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন শাখায়। বর্তমানে LK Lifestyle LLP তে টেকনিক্যাল সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে কর্মরত, উড়িষ্যার লাপাঙ্গায় পোস্টেড।

বাবা মা বোন ঠাকুরমা এবং সমীর - মোট পাঁচজনকে নিয়ে সমীরদের পরিবার। বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি। বোন ক্লাস নাইনে পড়ে। খুবই পরিশ্রম করে যে সমীরের বাবা সংসার চালান একথা সমীরের কথায় স্পষ্ট। সমীরের চিন্তা এরপর আর বাবাকে কাজ করতে হবে না। বাবাকে অবসর দিয়ে ওই সংসারের দায়িত্ব পালন করবে।

২০২২ সালে অতি-বৃষ্টিতে সমীরদের মাটির বাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সেই সময় বি এন্ড মেক এর সদস্যরা সমীরদের বাড়ি মেরামতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

স্বর্ণেন্দু পাল

গ্রাম- জয়নগর মিত্রপাড়া (পঞ্চানন তলা), পোস্ট - জয়নগর মাজিলপুর,
জেলা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩৭
ফোন - ৮১৫৮৮২৭০৪২
ইমেইল - imswarnendupal@gmail.com
২০১৮-২০২০

বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। সেখানে সুযোগ না পাওয়ায় সেখান থেকে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসা।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর উড়িষ্যার জাজপুরে জিন্দাল স্টেইনলেস স্টিল কোম্পানিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পোস্টে কর্মরত।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পাস করে স্বর্ণেন্দু। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ শেষ হতে হতেই জিন্দাল স্টেইনলেস স্টিল কোম্পানিতে চাকরি। খাস্যরসিক স্বর্ণেন্দু এখন উড়িষ্যাবাসী। স্বর্ণেন্দুর বাবা গত হয়েছেন ২০১৬ সালে, স্বর্ণেন্দু তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। বাবা একটা মুদির দোকানে কাজ করতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর স্বর্ণেন্দু ও ওর বোনকে (এখন দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী) নিয়ে মা সিকিউরিটি গার্ডে চাকরি করে সংসার চালাতেন। জিন্দাল কোম্পানির চাকরিটা পাকা হয়ে গেলেই স্বর্ণেন্দুর ইচ্ছা মাকে আর কাজের জন্য বাইরে বেরোতে দেবে না।

'প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)' সংবাদ-২০১৯

সাধন বিশ্বাস

গ্রাম - অজয় পল্লী, পোস্ট - শিবপুর, থানা - কাঁকশা,
জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২
ফোন - ৭৪৭৮৯৩৩৫৯
ইমেইল - biswassadhan467@gmail.com
২০১৯-২০২১

নিমতা বি এন্ড মেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সাধনের দাদা কোন একটি জায়গায় সেটি দেখে শুভেন ভৌমিকের সাথে যোগাযোগ করে এবং নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়ে সাধন বি এন্ড মেকে ভর্তি হয়।

মেঘনাথ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি টেক-এর ৩য় বর্ষের ছাত্র সাধন।

বাবা-মায়ের একই সন্তান সাধন। সরকারি খাস জমিতে বসবাস করে সাধনদের পরিবার। নিজস্ব কোন জমি-জমা নেই, অন্যের জমিতে ভাগ চাষ করে সংসার চালান সাধনের বাবা।

সাধন পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই যত্নবান। খুবই মার্জিত এবং অনুগত (Obedient) ছেলে সাধন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রতিবছর ক্লাসের টপার (topper)। মিষ্টি স্বভাবের সাধন গান-বাজনাতেও খুব পারদর্শী। বি অ্যান্ড মেকের বাৎসরিক পুনর্মিলন উৎসবে সাধন নিয়মিত গায়ক। কলেজেও সাধনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা। বি এন্ড মেকে প্রতিবছর একজন সিনিয়র দাদা থাকে যে ভাইবোনদের পড়াশোনা ও দেখভালের দায়িত্ব সামলায়। আবাসিক ভাইবোনদের দেখাশোনার পাশাপাশি নিজের পড়াশুনো খুবই সিরিয়াসলি করে সাধন।

আমরা সাধনের উচ্চশিক্ষা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত।

মনিরাজ গাঙ্গুলী

গ্রাম, পোস্ট - খয়রা, থানা - ভরতপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০১
ফোন - ৯৭৪৯৯৭১৬৫২
ইমেইল - gangulymoniraj112@gmail.com
২০১৯-২০২১।

মনিরাজের দাদা রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক আশ্রমে থাকত এবং সেখানে শুভেন ভৌমিকের কাছে পড়াশোনা করত। দাদার ইচ্ছেতেই মনিরাজ নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসে।

বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশনে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা কোর্স শেষ হওয়ার আগেই জিন্দাল স্টেইনলেস স্টিল কোম্পানিতে মনিরাজ 'ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি' পোস্টে চাকরি পেয়ে যায়।

মা, বাবা এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে মনিরাজ ছোট। নিজেদের বাড়ি। দাদা এখনো পড়াশোনা করছে (PhD, IISER, Pune)। বাবা পেশাগতভাবে পুরোহিত। নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা করে মনিরাজ। পরীক্ষা শেষ হতে হতেই জিন্দাল স্টেইনলেস স্টিলে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদে চাকরি। এখন অপেক্ষা ফাইনাল অফার লেটারের।

অমরেশ আদক

গ্রাম - মোহাম্মদপুর, পোস্ট - আরগোড়া, থানা - বেলদা,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪২৪
ফোন - ৮৩৪৮৫৭৩৯৩৭
ইমেইল - amareshadak45@gmail.com
২০১৯-২০২১

এই হোমের ই প্রথম ব্যাচের ছাত্র সুশান্ত বেরার মাধ্যমে অমরেশের বি এন্ড মেক এ আসা।

রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজ থেকে অংকে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করার পর বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং এমএসসি তে ভর্তি হওয়ার অপেক্ষায়।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজ থেকে অংকে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন করে অমরেশ। সেই সময়ে বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে থেকে পড়াশোনা করে। বাড়িতে বাবা মা আছেন। দিদি ছিলেন, বর্তমানে বিবাহিতা। বাবা মূলত নিজেদের জমিতে চাষবাস করেই সংসার চালাতেন। বিএসসি পড়ার সময়ে অমরেশের খরচা চলতো স্কলারশিপের টাকা থেকে। এখন লক্ষ্য একটা চাকরি যোগাড় করা। পরবর্তীকালে এমএসসি করার ইচ্ছেও রয়েছে অমরেশের।

‘প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)’ সংবাদ-২০২০

শুভজিৎ মুখার্জি

গ্রাম, পোস্ট - হরালি, থানা - উদয়নারায়ণপুর,
জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২৬
ফোন - ৯৭৩৪৩০৪২২০
ইমেইল -

২০২০-২০২২

হরালি গ্রামের তরুণ কান্তি ব্যানার্জি, অরবিন্দ ব্যানার্জি এবং বীরেন্দ্রনাথ করণ এর সাথে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের নিবিড় যোগাযোগ। তাঁদের সূত্রেই শুভজিতের বি এন্ড মেকে আসা।

২০২২ সালে বি এন্ড মেক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর শুভজিৎ আর একবার মেডিকেলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এবারেও ভালো ফল না হওয়ায় আরো এক বছর পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু ২০২৪ সালের নীট পরীক্ষার পর থেকে শুভজিতের আর কোনো খবর আমরা পাইনি।

দুই ভাইয়ের মধ্যে শুভজিৎ বড়ো। বোন নেই। শুভজিতের ভাই দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে। বাবা গৃহ শিক্ষকতা করেন বলেই আমরা জানি। মা গৃহবধু। মাধ্যমিকে বেশ ভালো রেজাল্ট করেছিল শুভজিৎ। পড়াশোনার পাশাপাশি শুভজিতের গানের গলাও খুব সুন্দর। গানের প্রতি ওর বিশেষ আগ্রহের কারণে এখানে ওর জন্য আলাদাভাবে গানের টিউটরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরও ওর সঙ্গে হোমের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ২০২৩ সালে হোমের ভাই-বোনদের নিয়ে দার্জিলিং ভ্রমণেও শুভজিৎ কে সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু খুবই হতাশাজনক ব্যাপার হলো ২০২৪ সালের নীট (NEET) পরীক্ষার পর থেকে শুভজিৎ আর হোমের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখে না। ‘Alumni’ পুস্তিকা প্রকাশের জন্য কিছু তথ্য দরকার ছিল। তার জন্য ওর সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ করেও ওর দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি, এটা আমাদের কাছে খুবই হতাশা ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

অঙ্কুর দে

রবীন্দ্রনগর, তালবাগান, ঠাকুরদাস সরণী, দক্ষিণ দমদম,
জেলা - উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭০০০৬৫
ফোন - ৭০০৩৩১০২৫
ইমেইল - ankurdey093@gmail.com

২০২০-২০২২

ছোট থেকেই বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবহে বেড়ে ওঠা অঙ্কুর শ্রদ্ধেয় বিশ্বরূপ মহারাজের বিশেষ স্নেহধন্য ছিল। তাঁর অনুগ্রহে অঙ্কুরের নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসা।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা কোর্সে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

নিমতা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছেলেদের নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্ট হোমে থাকা নিয়ম বহির্ভূত। তথাপিও অঙ্কুরের পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে এবং শ্রদ্ধেয় বিশ্বরূপ মহারাজের উপদেশে অঙ্কুরকে বি এন্ড মেক আবাসিক হোমে ভর্তি করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়। অঙ্কুরের বাড়ির পরিবেশ থাকা এবং পড়াশোনার পক্ষে উপযোগী না হওয়ায় অঙ্কুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাছাকাছি একটি মেসে থেকে পড়াশোনা করছে। বাইরের মেসে থাকলেও বি এন্ড মেকে অঙ্কুরের যাতায়াত অবাধ।

পবিত্র হেঁস

গ্রাম, পোস্ট - দেশরা, থানা - কোতুলপুর,
জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৪১
ফোন - ৭৫৮৪৯১৯৬০৭
ইমেইল - pabitrahense20@gmail.com
২০২০-২০২২

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (IIEST), শিবপুরের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চতুর্থ সেমিস্টার এর ছাত্র। খুব সম্প্রতি চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

বাবা-মা এবং দুই ছেলের মধ্যে পবিত্র ছোট। বাবা এবং দাদা একসঙ্গে মিলে বাড়ির সামনেই চায়ের দোকান চালান। মূলত তাতেই পবিত্রদের সংসার চলে। বছর দুয়েক আগে চায়ের দোকানের শুরু। তার আগে বাবা-মা দুজনেই তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁতের কাজের চাহিদা কমে যাওয়ায় চায়ের দোকানে নির্ভরশীল হতে হয় পবিত্রদের পরিবারের।

মেধাবী পবিত্র উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর JEE Mains পরীক্ষায় বেশ ভালো ফল করে এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (IIEST), শিবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়। কলেজ হোস্টেলে থাকে কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতি সপ্তাহান্তে হোমের ভাই-বোনদের কেমিস্ট্রি দেখাতে আসে পবিত্র। বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের প্রতি ভালোবাসা পবিত্র কে এই পরিবারের একজন করে রেখেছে।

'প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)' সংবাদ-২০২১

দেবজ্যোতি দাস

গ্রাম - অমরাবতী, পোস্ট - লক্ষ্মিপুর প্রবর্তক, থানা - ফ্রেজারগঞ্জ (কোস্টাল),
জেলা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৫৭
ফোন - ৯০৪৬৬৬৯৯৪৯
ইমেইল - debjyotidas2005@gmail.com
২০২১-২০২৩

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর প্রাক্তন ছাত্র স্বর্ণেন্দু পাল এবং দেবজ্যোতি একই স্কুল নামখানা অ্যাকাডেমিতে পড়াশোনা করত। স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকেই খবরাখবর পেয়ে দেবজ্যোতি নিমতা বি এন্ড মেক এ আসে।

ইন্ডিয়ান পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার) হিসাবে পাথরপ্রতিমার আই প্লট এর লক্ষ্মী

জনার্দনপুর গ্রামের সাব পোস্ট অফিসে কর্মরত। চাকরির পাশাপাশি ডিসট্যান্সে অংকে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন করছে দেবজ্যোতি, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বিভিন্ন সরকারি কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করে এবং বি এন্ড মেক এ আসে দেবজ্যোতি। বাবা নিজেদের অল্প জমি-জমাতে নিজেরাই চাষবাস করেন এবং পার্ট টাইমে লক্ষ্মীপুর প্রবর্তক আশ্রমে ছেলেমেয়েদের পড়ান। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই ইন্ডিয়ান পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে গ্রামীণ ডাক সেবক পোস্টে সিলেক্টেড হয়। যদিও বি এন্ড মেকে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার মেয়াদকালে নির্দিষ্ট কিছু কম্পিটিটিভ পরীক্ষা বাদে অন্য কোন পরীক্ষায় বসার নিয়ম নেই তবুও দেবজ্যোতি ওর বাবার জোরাজুরিতে আমাদের আড়াল করেই গ্রামীণ ডাক সেবক পোস্টে আবেদন করে। অংক পরীক্ষার আগের দিন দেবজ্যোতির বাবা একরকম জোর করেই বি এন্ড মেক থেকে ছেলেকে নিয়ে চলে যান। তখনো উচ্চমাধ্যমিকের তিনটি পরীক্ষা বাকি ছিল।

এখানে আসার পর প্রথম থেকেই দেবজ্যোতির লক্ষ্য ছিল নিট (NEET) পরীক্ষা ক্র্যাক করা। এখানে ওকে সেই ভাবেই প্রশিক্ষিত করা হচ্ছিল। বিশেষ কিছু প্রস্তুতির সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র ওর জন্য। ও এবং আমরাও যথেষ্ট আশাবাদী ছিলাম ও নিট পরীক্ষায় সফল হবে। প্রাথমিকে দেবজ্যোতি নিজের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ত্যাগ করে গ্রামীণ ডাক সেবক পোস্টের চাকরির জন্য এখান থেকে চলে যেতে চায়নি কিন্তু ওর বাবা সবার সামনে যখন বলেন, 'এই চাকরি না করলে তিনি আর ছেলের কোনো দায়িত্ব নেবেন না', তখন কারোর কিছু বলার থাকে না। ছেলের আপত্তি, আমাদের সব রকম আবেদন নিবেদন যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেবজ্যোতিকে এখান থেকে নিয়ে চলে যান ওর বাবা। আমরা চূড়ান্ত হতাশ হই, দেবজ্যোতি ও তাই। একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলে এখনো আমরা মনে করি।

'Alumni' পুস্তিকা প্রকাশের জন্য অনেক কষ্টে দেবজ্যোতির ফোন নাম্বার জোগাড় করে কিছু জানার জন্য কথা হচ্ছিল। খুবই নরম এবং শান্ত গলায় কথা বলছিল দেবজ্যোতি। কথাবার্তার মধ্যেই একটা চাপা হতাশা ছিল বলে মনে হয়েছিল। স্যার (শুভেন ভৌমিক), দিদি (রিনা ভৌমিক) এবং হোমের সবার খবরাখবর নিতে ভুল হয়নি ওর। বলছিল এখান থেকে চলে যাবার পরেও মেডিকেল পরীক্ষার আশা ওর মধ্যে ছিল কিন্তু পড়াশুনোর যথাযথ পরিবেশের অভাব ও পারিবারিক কারণে ও আর এগোতে পারেনি। খুব স্পষ্ট করেই বলেছিল, 'খুবই আশাবাদী ছিলাম তাই তো চূড়ান্ত হতাশ হয়েছিলাম কিন্তু কি আর করা যাবে বলুন.....'!

চোদ্দ বছর নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম পরিচালনার পর আমাদের কাছে এ এক বিরল অভিজ্ঞতা!!

সৌরভ বিশ্বাস

গ্রাম - সোনাই চন্ডিপুর, পোস্ট - মেজিয়া,
জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৪২
ফোন - ৯৩৮২২৫৭৪২৬
ইমেইল - thesouravbiswas2004@gmail.com
২০২১-২০২৩

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এর প্রাক্তন ছাত্র সাধন বিশ্বাসের দাদা দীপঙ্কর বিশ্বাস এর কাছ থেকে সমস্ত খবরাখবর পেয়ে সৌরভ বি এন্ড মেক এ আসে।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম বর্ষের ছাত্র।

বাড়িতে বাবা মা এবং ভাই আছে। ভাই দশম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। দামোদরের পাড়ে সরকারি খাস জমিতে চাষবাস করে সম্বৎসর চলে সৌরভদের। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি সবেতেই খুবই ভুগতে হয় সৌরভের পরিবারকে। এখন সৌরভ শিল্পপীঠের কাছাকাছি একটি মেসে থেকে পড়াশোনা করছে। তবে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড়।

সূর্য মাঝি

গ্রাম, পোস্ট - খয়রা, থানা - ভরতপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০১
ফোন - ৭৩৬৫৮৪৭০৬২
ইমেইল - suryamajhi471@gmail.com
২০২১-২০২৩

বি এন্ড মেকের প্রাক্তন ছাত্র পবিত্র ঘোষের কাছ থেকে খবর পেয়ে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক আশ্রমে ভর্তির আবেদন করে কিন্তু সেখানে না হওয়ায় সেখান থেকে বি এন্ড মেক এ এসে ভর্তি হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা কোর্সে প্রথম বর্ষের ছাত্র।

বাবা-মা, ভাই, বোন, ঠাকুমা এবং সূর্যকে নিয়ে মোট ছয়জনের পরিবার। বাবা মুম্বাইতে রাজমিস্ত্রির হেলপার হিসেবে কাজ করে। বাড়িতে থাকলে অন্যের জমিতে চাষবাস করে সংসার চালাতে হয়। নিজেদের জমি নেই ফলে অন্যের জমিতে কাজই ভরসা। সূর্য রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠের কাছাকাছি একটি মেসে থাকে। যেকোনো প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বি এন্ড মেকের সাহায্য সহযোগিতা সূর্য, সৌরভরা সবসময় পেয়ে থাকে। ওরাও স্টুডেন্টস হোমের ভাই-বোনদের খুবই ভালোবাসার চোখে দেখে।

লাবনী বিশ্বাস

গ্রাম - সোনাই চন্ডিপুর, পোস্ট - মেজিয়া,
জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৪২
ফোন - ৮৫০৯৩৪৮০৬০
ইমেইল - biswaslabani26@gmail.com
২০২১-২০২৩

সম্পর্কে লাবনী এখানকার আবাসিক সৌরভ বিশ্বাসের পিসি। সৌরভের বাড়িতে কথা বলতে গিয়ে লাবনীর কথা জানতে পারি আমরা। লাবনীর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে লাবনীকে মেয়েদের হোমে থাকার জন্য বিবেচনা করা হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর আসানসোলের বি বি কলেজে জুওলোজি তে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল লাবনী। হঠাৎই বিশেষ সূত্রে আমরা খবর পাই লাবনী বিয়ে করেছে এবং বিয়ের পর স্বামীর কর্মস্থল বিহারের ছাপরা জেলায় বসবাস করছে।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের নিয়ম, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির আগে তার বাড়ির পরিবেশ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলা। সৌরভের বাড়িতে কথা বলতে গিয়ে ওর পিসি লাবনীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। সৌরভ এবং লাবনী একই বছর মাধ্যমিক পাস করেছে। লাবনীর সঙ্গে কথা বলে আমাদের ওকে খুব সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়। ওর ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়া কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে ও উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। আমরাও তখন ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য আবাসিক হোম শুরুর ভাবনা চিন্তায় মগ্ন। লাবনীকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করানোর ব্যাপারে আমরা এতটাই আগ্রহী হই যে সেদিনই আমরা ওর বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সম্মতি নিয়ে আসি। তখনো মেয়েদের জন্য আবাসিক হোম চালু হয়নি।

বলা যায়, লাবনীর কথা ভেবেই ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, তড়িঘড়ি মেয়েদের জন্য আবাসিক হোম চালু করা হয় আলাদা বাড়িতে। গ্রামের দিকে মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। ফলে মেয়েদের নিজস্ব জীবন, চিন্তাভাবনা, স্বাধীনতা সবকিছুই সংসারের চাপে চাপা পড়ে যায়। মেয়েদের আবাসিক হোম শুরু করার পিছনে আমাদের ভাবনা ছিল মেয়েদেরকে কিছুটা হলেও স্বাধীন চিন্তা এবং শিক্ষা দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা। যার জন্য এই হোমে সাধারণত মেয়েদের অষ্টম এবং একাদশ

শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হয়। আক্ষরিক অর্থে লাবনী হল নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের মেয়েদের বিভাগে প্রথম আবাসিক। উচ্চমাধ্যমিকে একেবারেই ভালো ফল হয় না লাবনীর এবং গ্রাজুয়েশনে ভর্তির অল্প দিনের মধ্যেই লাবনীর বিয়ে হয়ে যায়। খবরটা শুনে আমরা খুবই মর্মাহত হই।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের কাছে এটা একটা চূড়ান্ত হতাশার খবর।

কৃষ্ণা মাজি

গ্রাম, পোস্ট - হরালি, থানা - উদয়নারায়ণপুর,
জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২৬
ফোন - ৭৩১৮৬৯৬২১৮
ইমেইল -
২০২১-২০২৩

হরালি গ্রামের তরুণ কান্তি ব্যানার্জি, অরবিন্দ ব্যানার্জি এবং বীরেন্দ্রনাথ করণ এর সাথে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের নিবিড় যোগাযোগ। তাঁদের সূত্রেই কৃষ্ণার বি এন্ড মেকে আসা।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে ক্লাস নাইনে পাঠরত থাকাকালীন কৃষ্ণাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার পর উদয়নারায়ণপুর অঞ্চলের কাছাকাছি কোন স্কুলে ভর্তি হয়। তারপর থেকে ওর সঙ্গে হোমের কোন যোগাযোগ নেই।

মেয়েদের জন্য আবাসিক হোম চালু হওয়ার পর উদয়নারায়নপুর ব্লকের হরালি গ্রামের কৃষ্ণা মাজি ক্লাস সেভেনের মাঝামাঝি সময়ে এই হোমে আসে। সেই সময়ে লকডাউনের জন্য সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। তাই বাকি কয়েক মাস এখানে থেকে পড়াশোনা করে বছরের শেষে ক্লাস সেভেনের বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে আবার হোমে ফিরে আসে কৃষ্ণা। এরপর ক্লাস এইটে এখানকার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় কৃষ্ণাকে। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় ও যথেষ্ট ভালো ফল করে।

পরিবর্তনটা আসতে শুরু করে নবম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকে। পড়াশোনায় অবনতির পাশাপাশি স্বভাব চরিত্র পাল্টাতে শুরু করে। বিভিন্ন রকম কুরুচিকর কাজকর্ম প্রকাশ পেতে থাকে যা অন্য আবাসিকদের জন্যও খুবই ক্ষতিকর। হোম এর নিয়ম কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হোমের পক্ষে অবমাননাকর বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করে ওর বাবা, মা তাঁদের গ্রামে। কথাগুলো আমাদের কাছেও পৌঁছে যায়। আমরা কৃষ্ণাকে আর হোমে না রাখার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই এবং নির্দিষ্ট দিনে ওর বাবা মা এবং গ্রামের যাঁদের সহায়তায় কৃষ্ণা এখানে এসেছিল তাঁদেরকে ডেকে ওকে চিরতরে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আমাদের সকলের খুব খারাপ লাগলেও হোমের স্বার্থ রক্ষায় এটা ছিল আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপ।

ইতশ্রী শাসমল

গ্রাম, পোস্ট - হরালি, থানা - উদয়নারায়ণপুর,
জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২২
ফোন - ৯০০২১৮৬৩০২
ইমেইল -
২০২১-২০২৩

হরালি গ্রামের তরুণ কান্তি ব্যানার্জি, অরবিন্দ ব্যানার্জি এবং বীরেন্দ্রনাথ করণ এর সাথে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের নিবিড় যোগাযোগ। তাঁদের সূত্রেই ইতিশ্রীর বি এন্ড মেকে আসা।

নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম থেকে ক্লাস নাইনে পাঠরত থাকাকালীন ইতিশ্রী কে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার পর উদয়নারায়ণপুর অঞ্চলের কাছাকাছি কোন স্কুলে ভর্তি হয়। তারপর থেকে ওর সঙ্গে হোমের কোন যোগাযোগ নেই।

মেয়েদের জন্য আবাসিক হোম চালু হওয়ার পর উদয়নারায়নপুর ব্লকের হরালি গ্রাম থেকে তিনজন একসঙ্গে ক্লাস সেভেনের মাঝামাঝি সময়ে এই হোমে আসে। এই তিনজন হলো কৃষ্ণ মাজি, তৃষা মাজি এবং ইতিশ্রী শাসমল। সেই সময়ে লকডাউনের জন্য সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। তাই বাকি কয়েক মাস এখানে থেকে পড়াশোনা করে বছরের শেষে ক্লাস সেভেনের বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে আবার হোমে ফিরে আসে ইতিশ্রী। এরপর ক্লাস এইটে এখানকার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় ইতিশ্রীকে। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় ও খুব ভালো ফল করে। আমাদের ওকে খুব সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়।

কিন্তু ওর ক্ষেত্রেও ক্লাস নাইনে ওঠার পর থেকে বিভিন্ন রকম চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা যেতে থাকে। ২০২৩ সালের মে-জুন মাসে হোম এর ভাই বোনদের নিয়ে দার্জিলিং ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল। খুবই মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছিল সেই ভ্রমণ। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পর ইতিশ্রীর বিভিন্ন রকম কার্যকলাপ আমাদের নজরে আসে, যা আমাদের শুধু স্তম্ভিত করে না আমাদের চূড়ান্ত অপমানিত করে। বিভিন্ন রকম কুস্বভাব ধরা পড়তে থাকে। যাঁরা ওকে পিতা-মাতার স্নেহে এখানে আগলে রাখে তাঁদের সম্পর্কেও অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, অবমাননাকর কথা বলতে ও দ্বিধা করে না। ওকে বারবার শোধরানোর চেষ্টা করেও কোনো রকম ফল পাওয়া যায় না। ওর খামখেয়ালীপনা, হোম পরিপন্থী কাজকর্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের সামনে আর কোন উপায়ান্তর থাকে না। আমরা ইতিশ্রীকে আর হোমে না রাখার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই এবং নির্দিষ্ট দিনে ওর বাবা মা এবং গ্রামের যাঁদের সহায়তায় ইতিশ্রীরা এখানে এসেছিল তাঁদেরকে ডেকে ওকে চিরতরে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আমরা খুবই হতাশ হলেও বাকি মেয়েদের কথা চিন্তা করে এবং হোমের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে আমরা এতোটুকুও কুণ্ঠিত হই না।

'প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)' সংবাদ-২০২২

সুজন মণ্ডল
গ্রাম - করকবেরিয়া, থানা- কোতুলপুর
জেলা - বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১৪১
ফোন - ৯৭৩৪১৪০৫১৫
ইমেইল- mondalsujan5555@gmail.com
২০২২-২০২৪

খিরী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রে নিয়মিত পড়াশোনা করতে যেত সুজন। সেখান থেকেই ও নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের সম্পাদক শুভেন ভৌমিকের ফোন নাম্বার জোগাড় করে এবং ভর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি এন্ড মেক এ আসে।

২০২৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সুজন। ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন জায়গায় নির্বাচিত বা ভর্তি হয়নি।

মাধ্যমিকে ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে মেধাবী সুজন। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে নিজের মেধার প্রতি একেবারেই সুবিচার করতে পারে না ও। ওর ফলাফলে ও নিজেও হতাশ, আমরাও। তবে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার ব্যাপারে সুজন এখন থেকেই যথেষ্ট সচেষ্ট।

মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতেই থাকতো সুজন। নিমতা বি এন্ড মেক এ আসার পর সুজনের মা ক্ষিরি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর পাশাপাশি অন্যান্য কাজকর্ম করে সংসার চালাতেন। বর্তমানে সুজনের মা মেয়েদের হোম এর চব্বিশ ঘণ্টা দেখভালের দায়িত্বে আছেন।

সুমিত দাস

গ্রাম - দয়াস্তি, থানা - তারারুই,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৫১
ফোন - ৭৮৬৫৯৬৮১৪১
ইমেইল - sumitdas1234456789@gmail.com
২০২২-২০২৪

বি এন্ড মেকের প্রাক্তন ছাত্র সমীর সিটের মামা বাড়ির কাছে থাকেন সুমিতের মাসি। সেখান থেকেই সুমিত নিমতা বি এন্ড মেক এ যোগাযোগ করে এবং ভর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখানে ভর্তি হয়।

২০২৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সুমিত। ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন জায়গায় নির্বাচিত বা ভর্তি হয়নি।

সুমিতের বাবা মায়ের এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে বড় এবং বিবাহিতা। সুমিতের বাবা পেশাগতভাবে চাষবাস করেন। নিজের সামান্য কিছু জমি আছে সেটা চাষবাস করার পরেও অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

সাথী চক্রবর্তী

গ্রাম - চাকড়া, পোস্ট - কনকাবতী,
জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৪
ফোন - ৭০৭৪৩৯০৬২৩
ইমেইল -
২০২২-২০২৩

খিরী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রে সুজন মন্ডলের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে সাথীর কথা জানতে পারি আমরা। যথেষ্ট মেধাবী সাথীকে বি এন্ড মেকে ভর্তি নেওয়ার কথা ওখানকার কর্তৃপক্ষ আমাদের বলেন।

একাদশ শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষার পর পুরোপুরি চলে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু না জানিয়ে সাথী এখান থেকে চলে যায়। তারপর থেকে ওর আর কোন খবরাখবর আমাদের জানা নেই।

একাদশ শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষার পর সাথী এখান থেকে এক প্রকার লুকিয়ে চলে যায়। ওর দাদুর শরীর খারাপ বলে একদিনের জন্য এখান থেকে ওর দাদা নিয়ে গেলেও পরে ও আর ফিরে আসে না। পরে আমরা জানতে পারি গোপনে ও ওর সমস্ত জামাকাপড় এবং বইপত্র নিয়ে এখান থেকে চলে গেছে। যেদিন একাদশ শ্রেণীর রেজাল্ট বের হয় সেদিন ও, ওর বাবা এবং আর একজন ভদ্রলোককে নিয়ে স্কুলে আসে মার্কশিট নেবার জন্য। স্কুলে ওর অভিভাবক হিসাবে শুভেন ভৌমিকের নাম ছিল তাই স্কুল থেকে সাথীর বাবার হাতে মার্কশিট দেওয়া হয় না। অগত্যা সাথী, ওর বাবা এবং সঙ্গের ভদ্রলোক নিমতা বি এন্ড মেক এ আসে এবং সাথীর বাবা সাথীকে এখান থেকে চিরতরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।

আমরা ওর বাবাকে অনুরোধ করি ঠিক কি কি কারণে আপনার মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে গেছেন সেটা আপনার দরখাস্তে উল্লেখ করে দিন। সাথীর বাবা সাথীকে এখান থেকে চিরতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা আবেদনপত্র জমা দেন সংস্থার সভাপতিকে অ্যাড্রেস করে। সেই পত্রে প্রথমে উল্লেখ করেন 'সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি', আবার পরে লেখেন, 'মেয়ের NEET এর প্রস্তুতি ঠিকমতো হচ্ছে না' এবং 'আমার মেয়ে এখানে তার পড়াশোনায় কোনো উন্নতি করতে পারেনি'। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেন, 'এখানে প্রচুর পুজো হয় এবং ছোটো বোনদের পড়াতে হয়, তাই অনেক সময় নষ্ট হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় একাডেমিক রেকর্ডে সাথী ক্লাসের প্রথম পাঁচজনের মধ্যে একজন এবং ক্লাস ইলেভেনের বার্ষিক পরীক্ষায় বায়োলজিতে ৯৫ শতাংশ মার্কস পেয়েছিল।

আসলে সাথী কি কারণে এখান থেকে চলে গিয়েছিল সেটা আমাদের কাছে এখনো রহস্যের। যে কারণগুলো ও উল্লেখ করেছিল বা বিভিন্ন জায়গায় বলেছিল তার কোনটাই বাস্তব ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয় একেবারেই। আমাদের অনেক আর্থিক দীনতার সময়ও কোন ছাত্র-ছাত্রী এই অভিযোগগুলো করতে পারেনি। যে সংস্থা থেকে সাথীকে এখানে রেফার করা হয়েছিল তাদের সাথীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আমাদেরকে অবাক করেছে। আমরা চূড়ান্ত হতাশ হয়েছি এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের সম্পর্কে আমাদের মধ্যেও প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

সায়ন্তন জানা

গ্রাম - লক্ষ্মণদা, পোস্ট - খুশবাসন, থানা - নারায়ণগড়,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৪৫
ফোন - ৮১৫৮০৩১৮৭২
ইমেইল -
২০২২-২০২৪

বি এন্ড মেকের প্রাক্তন ছাত্র অমরেশ আদকদের পাশের গ্রামে থাকে সায়ন্তনরা। অমরেশ এর কাছ থেকে খবর পেয়ে এখানে যোগাযোগ করে এবং ভর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি এন্ড মেকে ভর্তি হয়।

২০২৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সায়ন্তন। ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্দিষ্টি কোন জায়গায় নির্বাচিত বা ভর্তি হয়নি।

যথেষ্ট ভালো মেধার ছাত্র সায়ন্তনের আত্মবিশ্বাস (Self Confidence) এর বেশ অভাব আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। বাবা-মায়ের একই সন্তান সায়ন্তন। সায়ন্তনদের অল্প কিছু জমি জমা আছে তাতে চাষবাস করে মোটামুটি চলে যায়। পাশাপাশি লোকের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করেন সায়ন্তনের বাবা। সায়ন্তনের মাও ওর বাবার সাথে কাজ-কর্মে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

এখানে থাকাকালীন প্রথমদিকে পড়াশোনায় অবহেলা করলেও শেষের দিকে যথেষ্ট সচেতন হয়েছিল ও। স্বাভাবিক কারণেই পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয়নি। তবে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে এ ব্যাপারে সায়ন্তন যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন।

‘প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni)’ সংবাদ

হিমাঞ্চল পাল

গ্রাম - নেতাজী সুভাষ সরণি, পোস্ট - আনন্দনগর,
থানা - নিশ্চিন্দা, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২২৭
ফোন - ৯৩৩৩৬৯০৪৩১
ইমেইল - himanchalpaul@gmail.com
২০১৩-২০১৬

সংগঠনের তৎকালীন প্রাক্তন সদস্য শ্রী কৌশিক দত্ত-র সহায়তায় নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের সঙ্গে যোগাযোগ।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পাস করে বর্তমানে রোহন বিল্ডার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ালিটি সার্ভিস) পোস্টে কর্মরত, বর্তমানে পুনেতে পোস্টেড।

হিমাঞ্চলের বাবার ছোটখাটো একটা ব্যবসা ছিল। মা, দুই বোন এবং হিমাঞ্চল কে নিয়ে পাঁচ জনের সংসার। বাবার স্বল্প আয়ে হিমাঞ্চলের রূপনারায়নপুর নজরুল সেন্টেনারি পলিটেকনিকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়া বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য কৌশিক দত্তের সহায়তায় হিমাঞ্চল নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসে। এখানে থেকে রূপনারায়নপুরে পড়াশোনা করা সম্ভব না তাই হিমাঞ্চলকে প্রতিমাসে আর্থিক সাহায্য করা হতো ওর পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর চাকরিপ্রাপ্ত হয় তবে অবিবাহিত হিমাঞ্চল এখনো প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছে বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের সঙ্গে।

শ্রীবাস দোলুই

গ্রাম - ছাব্বিশপুর, পোস্ট - ধারাশিমুল,
জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪১৬
ফোন - ৭২৭৮৪৮৪০০৪
ইমেইল - sribas.dolui@gmail.com
২০১৩-২০১৫

শ্রীবাস বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে। সেখানেই ও নিমতা বি এন্ড মেকের শুভেন ভৌমিকের সঙ্গে পরিচিত হয়। বি এড (B Ed) পড়াশুনোর জন্য শ্রীবাস এই আবাসিক হোমে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ছিল।

বি এড পাস করার পর কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করে। বর্তমানে সল্টলেক এবং দমদম অঞ্চলে গৃহ শিক্ষকতা করে।

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য কলকাতায় থেকে বি এড পড়তে শ্রীবাসের একটা আস্তানার দরকার ছিল। সেই সময়ে বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের ছাত্রদের জন্য গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। এখানে থাকাকালীন শ্রীবাস বি এন্ড মেক আবাসিক হোমের ছাত্রদের গৃহ শিক্ষকতার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এতদিন পরেও বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমের সঙ্গে শ্রীবাসের সম্পর্ক নিবিড়।

নিত্যানন্দ বারিক

গ্রাম, পোস্ট - হেরম্ব গোপালপুর, থানা - পাথরপ্রতিমা,
জেলা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৮৩
ফোন - ৮৯৬১২১৩৮৭২
ইমেইল - nityanandabarik91@gmail.com
২০১১-২০১২

গ্রাজুয়েশন পাঠরত নিত্যানন্দ বেলঘড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক হোমে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। এই সংগঠনের প্রাণপুরুষ বিশ্বরূপ মহারাজের ইচ্ছায় নিত্যানন্দ গ্রাজুয়েশনের তৃতীয় বর্ষে বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসে।

পলিটিক্যাল সাইন্সে অনার্স গ্রাজুয়েশন করবার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে। এরপর ক্যানিং এ একটা স্কুলে পার্ট টাইম টিচার হিসেবে কাজ করে কিছুদিন। ইতিমধ্যে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আবার মাস্টার্স করে। এখনো

রায়দিঘি কলেজে পার্ট টাইম লেকচারারের কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন সরকারি চাকরির চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। দুই জায়গায় প্রাথমিক সিলেক্টেড হয়েও আছে, এখন ফাইনাল সিলেকশনের অপেক্ষায়।

পাথরপ্রতিমার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে নিত্যানন্দ বারিক সবার নিতাই খুবই কর্মঠ, মানব দরদী, যে কোন সাধু প্রয়াসে নিজেকে নিয়োজিত করায় সদা সচেষ্ট। শ্রদ্ধেয় বিশ্বরূপ মহারাজের সৌজন্যে নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে আসা। মেসে থেকে এম এ প্রথম বর্ষ পাস করার পর আর্থিক কারণে ওর পক্ষে আর পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সেই সময়ে ওর ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে চাষবাস করার কিন্তু শুভেন এবং রীনা ভৌমিকের আন্তরিক ইচ্ছায় নিমতা বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোমে থাকা শুরু করে। স্কুলে পার্টটাইমের চাকরি, বিয়ে, নয় মাসের কন্যা সন্তানসহ বর্তমানে জয়নগরে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত নার্সিং স্টাফ স্ত্রীকে নিয়ে স্থায়ী আবাস। বি এন্ড মেক স্টুডেন্টস হোম এবং আবাসিক ভাই বোনদের সঙ্গে নিতাই এর সম্পর্ক নিবিড়। মাঝেমধ্যেই খবরাখবর বা দেখা-সাক্ষাৎ করে যায় সপরিবারে। জনমুখী যেকোনো কাজের ব্যাপারে নিতাই সবসময়ই সচেষ্ট এবং উন্মুখ। ওর খুব ইচ্ছে বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় ওদের অঞ্চলে একটা আবাসিক হোম তৈরি করা, যেখানে গ্রামের দুঃস্থ মেধাবী ছেলেরা থেকে পড়াশোনা করতে পারবে।

সোমনাথ খোরাট

গ্রাম - জাঙ্গীরপুর, পোস্ট, থানা - জামালপুর,
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৮
ফোন - ৬২৯৬৭৫৪৪৯৫
ইমেইল - somnath2000khorat@gmail.com
২০১৮-২০২১

এই হোমেরই প্রাক্তন আবাসিক সৌমেন চৌধুরীর পরিচিত সোমনাথ এবং ওর হাত ধরেই বি এন্ড মেকে আসা।

ইন্ডিয়ান পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার) হিসাবে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি সাব পোস্ট অফিসে কর্মরত।

জামালপুর হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর সোমনাথ অংকে অনার্স নিয়ে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন কলেজে ভর্তি হয়। বাবা মা ভাই এবং সোমনাথ - মোট চারজনের সংসার। বাবা গ্রামের বাড়িতে চাষবাসের কাজে যুক্ত। ফলে সোমনাথ এবং ওর ভাইয়ের পড়ার খরচ চালানো বেশ কষ্টের। এই হোমেরই আবাসিক সৌমেন চৌধুরীর হাত ধরে সোমনাথ বি এন্ড মেক এ আসে। কিন্তু এখান থেকে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন কলেজে যাতায়াত করা বেশ কষ্টসাধ্য তাই সোমনাথ কলেজের কাছাকাছি একটি মেসে থেকে পড়াশোনা করে। বি এন্ড মেক থেকে সোমনাথকে আর্থিক সাহায্য করা হয় যাতে ওর পড়াশোনায় ব্যাঘাত না ঘটে। অংকে অনার্স নিয়ে পাস করার পর সোমনাথ এখন পূর্ব বর্ধমানের মেমারি পোস্ট অফিসে কর্মরত। আরো ভালো চাকরির জন্য সোমনাথ সব সময়ই সচেষ্ট।

MOUNTAINEERING INSTITUTE

অসময়ে 'অসময়ে'র উপস্থিতি